॥ নীতিশতকম্ ॥

প্রথম দুই পদ্ধতি (১-২০)

গীতিকাব্যের ধারা

কবির হৃদয়ের ভাব যখন গীতিময়তার আকার ধারণ করে তখন তাকে গীতিকাব্য বলে। গীতিকাব্য কবি-হৃদয়ের উচ্ছ্বাসের স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ। কবি-হৃদয়ের উচ্ছ্বাস যেমন প্রেম বা প্রকৃতিকে অবলম্বন করে প্রকাশিত হয়, সেই রূপে নীতি, ভক্তি, ধর্মকে আশ্রয় করে প্রকাশিত হতে পারে।

কতগুলি প্রাচীন বৈদিক সূক্তেই সর্বপ্রথম গীতিকবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। কবি প্রকৃতির সৌন্দর্য বা মহত্ত্বদর্শনে উচ্ছ্বসিত হয়ে আপনার আকুতি প্রকাশ করেছেন- এরূপ সূক্তের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। তা ছাড়া বিভিন্ন বৈদিক উপাখ্যান গীতিকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত বলা যেতে পারে। অবশ্য ঋষিকবিরা গীতিকাব্য রচনার উদ্দেশ্যে বা গীতিকাব্যাত্মক রসসৃষ্টির সজ্ঞান চেষ্টা নিয়েই এরূপ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন একথা ঠিক যুক্তিযুক্ত নয়।

কাব্যে সচেতনভাবে যাঁরা রসসৃষ্টিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তাদের মধ্যে অশ্বঘোষ প্রাচীনতম। তাঁর রচিত 'সৌন্দরানন্দ' কাব্যেই সর্বপ্রথম রসসৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়। তবে এই গ্রন্থের সকল স্থলে গীতিময়তা নেই। কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসের হাতেই প্রকৃত গীতিকাব্যের উদ্ভব ঘটেছিল।

গীতিকাব্যের বিভাগ

গীতিকাব্যের বর্ণনীয় বিষয় অনুসারে তাকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—(১) প্রকৃতি ও প্রেমমূলক গীতিকাব্য, (২) ভক্তিমূলক গীতিকাব্য এবং (৩) নীতিশিক্ষামূলক গীতিকাব্য। ভর্তৃহরির নীতিশতক তৃতীয় ভাগের অন্তর্ভুক্ত।

ভর্তৃহরির শতকত্রয়

গীতিকাব্যের ইতিহাসে ভর্তৃহরির শতকত্রয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। সাতবাহন-নৃপতি হাল বিরচিত শতককাব্য গাথাসপ্তশতীর পর প্রাচীন শতককাব্য হিসেবে সপ্তম শতাব্দীর কবি ভর্তৃহরি বিরচিত শতকত্রয় সংস্কৃত গীতিকাব্যের ইতিহাসকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। ভর্তৃহরি নীতিশতক, শৃঙ্গারশতক এবং বৈরাগ্যশতক—এই তিনটি শতকগ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

"নয়তি ইতি নীতি" অর্থাৎ যা সৎপথে চালিত করে তাই নীতি। নীতিবিষয়ক বিভিন্ন বিষয়কে অবলম্বন করে নীতিশতকের শ্লোকগুলি রচিত হয়েছে। নীতিশতকের প্রথম শ্লোকে গ্রন্থকার প্রাচীন পরম্পরা মেনে মঙ্গলাচরণ করেছেন। গ্রন্থের তৃতীয় শ্লোকে তিনপ্রকার মানুষের কথা বলা হয়েছে—

(১) **অজ্ঞ ঃ** যিনি হিত ও অহিত জ্ঞানশূন্য। এইরকম ব্যক্তিকে বোঝা সহজ।

(২) **বিশেষজ্ঞ ঃ** যিনি শ্রেয় ও প্রেয় সম্পর্কে বিচার করতে সমর্থ। এইরকম ব্যক্তিকে বোঝা সহজতর।

(৩) **অল্পজ্ঞ ঃ** জ্ঞানের লেশমাত্র লাভ করে নিজেকে যিনি সর্বজ্ঞ মনে করেন এবং এর ফলে তার চিত্ত সর্বদা অহংকারের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। এইরকম ব্যক্তিকে বোঝা ব্রহ্মার পক্ষেও অসম্ভব।

Scanned by CamScanner

চতুর্থ শ্লোক থেকে চতুর্দশ শ্লোক পর্যন্ত মূর্খের নিন্দা করা হয়েছে। পঞ্চদশ শ্লোক থেকে অষ্টবিংশতি শ্লোক পর্যন্ত বিদ্যা ও বিদ্বানের প্রশংসা করা হয়েছে। ঊনত্রিংশৎ শ্লোক থেকে অষ্টত্রিংশৎ শ্লোক পর্যন্ত মান ও শৌর্যের প্রশংসা করা হয়েছে। নবত্রিংশৎ শ্লোক থেকে একপঞ্চাশৎ শ্লোক পর্যন্ত অংশকে বলে অর্থপদ্ধতি। এই অংশে মূলত অর্থলাভের জন্য মানুষ কীভাবে সমস্ত দিয়েও চেষ্টা করে তার বর্ণনা রয়েছে এবং সৎকার্যে সাধ্যমতো দান করলে যে মানুষ মানসিক তৃপ্তি লাভ করে তার প্রশংসা করা হয়েছে। শ্লোকসংখ্যা ৫২ থেকে ৬১ তে দুর্জনের স্বভাব বর্ণিত হয়েছে, তাই এই অংশের নাম দুর্জনপদ্ধতি। শ্লোকসংখ্যা ৬২ থেকে ৬৯ তে সজ্জনের স্বভাব বর্ণিত হয়েছে , তাই এই অংশের নাম সুজনপদ্ধতি। শ্লোকসংখ্যা ৭০ থেকে ৭৯ তে পরোপকারের গুণ বর্ণিত হয়েছে, তাই এই অংশের নাম পরোপকারপদ্ধতি। শ্লোকসংখ্যা ৮০ থেকে ৮৯ তে ধীর ব্যক্তির স্বভাব বর্ণিত হয়েছে, তাই এই অংশের নাম ধীরপদ্ধতি। শ্লোকসংখ্যা ৯০ থেকে ৯৮ তে দৈব এবং পুরুষাকারের যথার্থ মিলনের কার্যসিদ্ধি হয় তা বর্ণিত, তাই এই অংশের নাম দৈবপদ্ধতি। শ্লোকসংখ্যা ৯৯ থেকে ১০৮ তে পূর্বজন্মের কর্মের প্রভাবের কথা বর্ণিত হয়েছে, তাই এই অংশের নাম কর্মপদ্ধতি।

কবি ভর্তৃহরির দ্বিতীয় শতককাব্য শৃঙ্গারশতক। শৃঙ্গাররসের বিভিন্ন ভেদ, নায়ক-নায়িকার শৃঙ্গার রসের আস্বাদনের বিচিত্র অনুভূতি এগুলি শৃঙ্গারশতকে পাওয়া যায় না। মূলত কামিনীর রূপ বর্ণনার দিকটাই কবি গুরুত্ব দিয়েছেন ।

কবি ভর্তৃহরির দ্বিতীয় শতককাব্য বৈরাগ্যশতক। বিষয়তৃষ্ণার নিন্দা, নিত্য-অনিত্য বস্তু বিচারের দ্বারা ব্রহ্মের চিন্তায় কালযাপনের আহ্বান, বিষয়বিরক্ত সাধকের জীবনের শান্তি প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে বৈরাগ্যশতকে ।

ভর্তৃহরির স্থিতিকাল

ভর্তৃহরির কবিতা যতটা প্রসিদ্ধ তাঁর জীবনবৃতান্ত এবং স্থিতিকাল ততটাই অজ্ঞাত। পণ্ডিত বলদেব উপাধ্যায় ভর্তৃহরিকে সপ্তম শতাব্দীর মানুষ বলে মনে করেন। পণ্ডিত বলদেব উপাধ্যায় অবশ্য শতকত্রয়কার ভর্তৃহরি ও বাক্যপদীয়কার ভর্তৃহরি ভিন্ন বলে মনে করেন। পশ্চিমী গবেষক ইৎসিং ভর্তৃহরিকে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বলেছেন। **'রাবণবধ'**—কাব্যের রচয়িতা ভট্টি ও ভর্তৃহরিকে যদি এক ব্যক্তি ধরা হয় তাহলে তার কাল হবে ষষ্ঠ শতকের শেষ ভাগ থেকে সপ্তম শতকের প্রথমার্ধ।

ভর্তৃহরির জীবনবৃত্তান্ত

অর্বাচীন কোষ অনুসারে মহাকবি ভর্তৃহরির পিতার নাম বীরসেন। বীরসেনের চার সন্তান—ভর্তৃহরি, বিক্রমাদিত্য, সুভটবীর্য ও মেনাবতী। অন্য আর এক কিংবদন্তী অনুসারে ভর্তৃহরির পত্নীর নাম অনঙ্গসেনা। তিনি দুশ্চরিত্রা ছিলেন। একজন ব্রাহ্মণ জরা ও মৃত্যুর নাশক একটি ফল রাজা ভর্তৃহরিকে দান করেন। রাজা সেই ফল নিজের প্রাণপ্রিয়া পত্নীকে দেন। রাজার পত্নী তা নিজের জারকে অন্যমনস্ক হয়ে দিয়ে দেন। সেই জার আবার নিজের অন্য এক প্রণয়িনীকে দেন। সেই রমণী প্রজাপালক রাজার দীর্ঘজীবী হওয়া উচিত ভেবে রাজাকে দিয়ে দেন। এই ভাবে ফল ফিরে আসাতে রাজা ভর্তৃহরির বৈরাগ্যোদয় হওয়ায় তিনি শতকত্রয় রচনায় প্রবৃত্ত হন। পত্নী অনঙ্গসেনার প্রতি বিরক্ত হয়ে তিনি রচনা করেন—

যাং চিন্তয়ামি সততং ময়ি সা বিরক্তা
সাপ্যন্যমিচ্ছতি জনং স জনোঽন্যসক্তঃ।
অস্মৎকৃতে চ পরিশুষ্যতি কাচিদন্যা
ধিক্তাঞ্চ তঞ্চ মদনঞ্চ ইমাঞ্চ মাঞ্চ।।

অর্থাৎ আমি যে রমণীকে সর্বদা চিন্তা করছি সে আমার প্রতি অনুরাগহীন। সেই রমণী আবার অন্য আর-একজনকে কামনা করে, সেই পুরুষ আবার অপর রমণীতে আসক্ত। কোনো এক অন্য রমণী আমার চিন্তায় পরিতৃপ্ত হয়। আমার অনুরাগের পাত্রীকে, তার প্রেমিক পুরুষকে, কামদেবকে, আমার প্রতি অনুরক্ত রমণীকে এবং আমাকেও ধিক্কার দিই।

Scanned by CamScanner

অন্য এক দন্তকথা অনুসারে ভর্তৃহরির পত্নীর নাম পদ্মাক্ষী। তিনি মগধরাজ সিংহসেনের কন্যা ছিলেন। আর এক জনশ্রুতি অনুসারে ভর্তৃহরি বিক্রমীয় সংবতের প্রবর্তক উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের বড়ো ভাই ছিলেন। ভর্তৃহরির সম্পর্কে এই ভাবে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়।

ভর্তৃহরির অন্যান্য রচনা

যুধিষ্ঠির মীমাংসক তাঁর ব্যাকরণশাস্ত্রের ইতিহাস গ্রন্থে ভর্তৃহরি রচিত গ্রন্থতালিকা দিয়ে লিখেছেন— (১) বাক্যপদীয়, (২) বাক্যপদীয়টীকা (১-২) কাণ্ড, (৩) শতকত্রয়, (৪) মহাভাষ্যদীপিকা (মহাভাষ্যের টীকা), (৫) মীমাংসাভাষ্য, (৬) বেদান্তসূত্রবৃত্তি ও (৭) শব্দধাতুসমীক্ষা।

আকর শ্লোকের বিশ্লেষণ

শ্লোক-১

মূল

দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্নানন্তচিন্মাত্রমূর্তয়ে।
স্বানুভূত্যেকমানায় নমঃ শান্তায় তেজসে।।

বঙ্গলিপি

দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্নানন্তচিন্মাত্রমূর্তয়ে।
স্বানুভূত্যেকমানায় নমঃ শান্তায় তেজসে।।

অন্বয় বা গদ্যরূপ পাঠ

দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্নানন্তচিন্মাত্রমূর্তয়ে স্বানুভূত্যেকমানায় শান্তায় তেজসে নমঃ।

সংস্কৃত ও বাংলা শব্দার্থ

● **দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্নানন্তচিন্মাত্রমূর্তয়ে** (দশদিক ও ভূতাদি তিন কালে অবিনাশী, অনন্ত, চৈতন্যস্বরূপ); ● **স্বানুভূত্যেকমানায়** (নিজের অনুভবের দ্বারা প্রত্যক্ষযোগ্য) ; ● **শান্তায়** (শান্তিময়) ; ● **তেজসে** (প্রকাশরূপ পরব্রহ্মকে) ; ● **নমঃ** (নমস্কার)।

বঙ্গানুবাদ

দশদিক ও ভূতাদি তিন কালে অবিনাশী, অনন্ত, চৈতন্যস্বরূপ, নিজের অনুভবের দ্বারা প্রত্যক্ষযোগ্য, শান্তিময় এবং প্রকাশরূপ পরব্রহ্মকে নমস্কার।

সংস্কৃত টীকা

দিগ্দিশা। কালো ভুতভবিষ্যদ্বর্তমানলক্ষণ:। দিক্চ কালশ্চ দিক্কালৌ তাবাদী যেষাং তে দিক্কালাদয়:। আদিশব্দেন গুণাদয়ো গ্রাহ্মা:। দিক্কালাদিভিরনবচ্ছিন্নমপরিমিতম্। ন বিদ্যতে অন্তো যস্য তদনন্তম্। চিদেব চিন্মাত্রং মূর্তির্যস্য তচ্চিন্মাত্রমূর্তি কেবলং জ্ঞানস্বরূপম্। দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্নং চ তদন্তং চ চিন্মাত্রমূর্তি চ তস্মৈ। তথা চ শ্রুতি:—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ইতি। স্বস্যানুভূতি: স্বনুভুতিরেব একং মানং

Scanned by CamScanner

ব্রহ্মণ: পরিনিষ্ঠতরূপত্বাত্তদবগমে প্রমাণং যস্য তস্মৈ। একে মুখ্যান্যকেবলা: ইত্বমর:। শান্তায়। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনমিতি শ্রুতে:। তেজসে পরস্মৈ জ্যোতিষে ব্রহ্মণে নম:। তদেবা জ্যোতিষাং জ্যোতি: (উপাসতে) ইতি শ্রুতে:। নম:স্বস্ত্যাদিনা চতুর্থী। উক্তং চ পঞ্চদশ্যাং দেশকালান্যবস্তূনাং কল্পিতত্বাচ্চ মায়য়া। ন দেশাদিকৃতোঽন্তোঽস্তি ব্রহ্মানন্ত্যং স্ফুটং তথা।। ইতি।

অধ্যাপনা

সংস্কৃত কবিরা, শাস্ত্রকাররা গ্রন্থসমাপ্তি কামনায় গ্রন্থের আদিতে মঙ্গালাচরণ করতেন। যদিও মঙ্গালাচরণ গ্রন্থসমাপ্তির কারণ কি না সে বিষয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। আবার মঙ্গালাচরণ গ্রন্থসমাপ্তির প্রতি কারণ কি না বিঘ্নধ্বংসের প্রতি কারণ সে বিষয়েও দার্শনিকগণের মধ্যে অনেক মতবিরোধ রয়েছে। গ্রন্থকার ভর্তৃহরি শিষ্টাচারের প্রতি নিজের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনপূর্বক পরব্রহ্মের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে অথবা পরব্রহ্মকে নমস্কারজ্ঞাপন করে গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন।

ছন্দঃ

অত্রানুষ্টুপ্ বৃত্তম্।

ব্যাকরণ

▸ **দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্নানন্তচিন্মাত্রমূর্তয়ে**—দিক্ চ কালশ্চ দিক্কালৌ (ইতরেতর-দ্বন্দ্ব-সমাসঃ), দিক্কালৌ তৌ আদি যেষাং তে দিক্কালাদয়ঃ (বহুব্রীহি-সমাসঃ), দিক্কালাদিভিঃ অনবচ্ছিন্নম্ দিক্কালাবচ্ছিন্নং (তৃতীয়া-তৎপুরুষ-সমাসঃ), ন বিদ্যতে অন্তো যস্য তৎ অনন্তম্ (বহুব্রীহি-সমাসঃ), চিন্মাত্রং মূর্তিঃ যস্য তৎ চিন্মাত্রমূর্তিঃ (বহুব্রীহি-সমাসঃ), দিক্কালাবচ্ছিন্নং চ অনন্তং চ চিন্মাত্রমূর্তিঃ চ তস্মৈ দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্নানন্তচিন্মাত্রমূর্তয়ে (দ্বন্দ্ব-সমাসঃ); ▸ **'নমঃ স্বস্তি-স্বাহা-স্বধালং-বষড্যোগাচ্চ'**—সূত্রানুসারেণ দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্নানন্তচিন্মাত্রমূর্তয়ে, স্বানুভূত্যেকমানায়, শান্তায়, তেজসে ইতি পদেষু চতুর্থীবিভক্তিঃ।

শ্লোক-২

অস্মিঞ্জগতীন্দ্রিয়াণাং চঞ্চলপ্রকৃতিকত্বাদদৃষ্টাদিদোষাদ্বা ন কদাচিত্ কস্যচিত্কস্যাশ্চিদ্বা ক্বচিত্প্রীতি: স্থিরাতো নরেণ তথা বর্তিতব্যং যথা মদনবশগো ন ভবেদিতি দর্শয়ন্নাহ

(এই জগতে মানুষেরা ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতাবশত অদৃষ্টাদিদোষবশত কোনো একজনের প্রতিকামনার বশবর্তী হয়ে যাতে প্রবৃত্ত না হন তাই বলা হয়েছে।)

মূল

যাং চিন্তয়ামি সততং ময়ি সা বিরক্তা
সাপ্যন্যমিচ্ছতি জনং স জনোঽন্যসক্ত:।
অস্মত্কৃতে চ পরিশুষ্যতি কাচিদন্যা
ধিক্তাঞ্চ তঞ্চ মদনঞ্চ ইমাঞ্চ মাঞ্চ।।

বঙ্গলিপি

যাং চিন্তয়ামি সততং ময়ি সা বিরক্তা
সাপ্যন্যমিচ্ছতি জনং স জনোঽন্যসক্তঃ।
অস্মৎকৃতে চ পরিশুষ্যতি কাচিদন্যা
ধিক্তাঞ্চ তঞ্চ মদনঞ্চ ইমাঞ্চ মাঞ্চ।।

Scanned by CamScanner

অন্বয় বা গদ্যরূপ পাঠ

অহং যাং সততং চিন্তয়ামি সা ময়ি বিরক্তা। সা অপি অন্যং জনম ইচ্ছতি, স জনঃ অন্যসক্তঃ। কাচিৎ অন্যা অস্মৎকৃতে চ পরিতুষ্যতি। তাং চ তং চ মদনং চ ইমাং চ মাং চ ধিক্।

সংস্কৃত ও বাংলা শব্দার্থ

● **অহম্** (অস্মদিতি পদবাচ্যপিণ্ডবিশেষঃ—আমি); ● **যাং** (প্রেয়সীং—যে রমণীকে); ● **সততং** (সর্বদা—সর্বদা); ● **চিন্তয়ামি** (মনসি স্থাপয়ামি—চিন্তা করছি); ● **সা** (তাদৃশী রমণী—সে); ● **ময়ি** (মাং প্রতি—আমার প্রতি); ● **বিরক্তা** (অনুরাগশূন্যা—অনুরাগহীন); ● **সা** (নারী—সেই রমণী); ● **অপি** (পুনঃ—আবার); ● **অন্যং** (পুরুষান্তরং—অন্য আরেকজনকে); ● **জনম্ ইচ্ছতি** (বাঞ্ছতি—কামনা করে); ● **স** (পূর্বোক্তঃ—সেই); ● **জনঃ** (পুরুষ—পুরুষঃ); ● **অন্যসক্তঃ** (নার্যন্তরানুরক্তঃ—অপর রমণীতে আসক্ত); ● **কাচিৎ চ অন্যা** (ভিন্না কাচিৎ—এবং কোনো এক অন্য রমণী); ● **অস্মৎকৃতে** (মচ্চিন্তায়াং—আমার চিন্তায়); ● **পরিতুষ্যতি** (পরিতৃপ্তা—পরিতৃপ্ত হয়); ● **তাং** (মৎপ্রিয়াং—আমার অনুরাগের পাত্রীকে); ● **চ** (উত—ও); ● **তং** (মৎপ্রিয়াপ্রেমাস্পদং—তার প্রেমিক পুরুষকে); ● **চ** (উত—ও); ● **মদনং** কামদেবং—কামদেবকে); চ (উত —ও); ● **ইমাং** (ময়্যনুরক্তাং—আমার প্রতি অনুর); ● **চ** = (উত—ও); ● **মাং** (স্বং—আমাকে); ● **চ** (উত —ও); ● **ধিক্** (ধিক্কারং জ্ঞাপয়ামি—ধিক্কার দিই)।

বঙ্গানুবাদ

আমি যে রমণীকে সর্বদা চিন্তা করছি সে আমার প্রতি অনুরাগহীন। সেই রমণী আবার অন্য আর একজনকে কামনা করে, সেই পুরুষ আবার অপর রমণীতে আসক্ত। কোনো এক অন্য রমণী আমার চিন্তায় পরিতৃপ্ত হয়। আমার অনুরাগের পাত্রীকেও, তার প্রেমিক পুরুষকেও, কামদেবকেও, আমার প্রতি অনুরক্ত রমণীকেও এবং আমাকেও ধিক্কার দিই।

সংস্কৃত টীকা

কস্যাপি নির্বিণ্ণস্য বিষয়িণ উক্তিরিয়ম্। যাং সততং সর্বকালং মম প্রাণপ্রিয়েতি চিন্তয়ামি সা বস্তুতো ময়ি বিরক্তা বিরতানুরাগা। অন্যং জনমুপনীতম্। অনস্যাং সক্তঃ অন্যসক্তঃ। সর্বনাম্নো বৃত্তিমাত্রে পুংবদ্ভাবঃ ইতি পূর্বপদস্য পুংবদ্ভাবঃ। পরিশুষ্যতি উত্তাম্যতি। পরিতুষ্যতীতি পাঠে মামুদ্দিশ্য সংতোষমেতীত্যর্থঃ। অতঃ তাং মত্প্রিয়াং ধিক্। ধিক্শব্দযোগে দ্বিতীয়া। তস্যা অভীষ্টং জনং চ ধিক্। সর্বমিদং মদনকৃতমিতি তমপি ধিক্। ইমাং পুংশ্চলীং চ ধিক্। অহমপি বহিরাকাররমণীয়তয়া স্ত্রিয়ৈবং বঞ্চিত ইতি মামপি ধিক্। স্যষ্টমন্যত্। চ ইমামিত্যত্র-সংহিতৈকপদে নিত্যা ধাতূপসর্গয়োঃ। নিত্যা সমাসে বাক্যে তু সা বিবক্ষামপেক্ষতে।। ইতি সন্ধিঃ কৃতঃ। আলংকারিকাণং মতে ত্বত্র বিসন্ধিদোষঃ। বসন্ততিলকং বৃত্তম্। অত্রেয়ং কিংবদন্তী শ্রূয়তে-কেনাপি যোগিনা। ব্রাহ্মণেনেতি ক্বচিত্। জরামৃত্যুরাহিত্যপ্রাপকং ফলং ভর্তৃহরয়ে দত্তম্। রাজা তদাত্মপ্রিয়ায়ৈ দত্তবান্। সা চান্যমনস্কঃ তদান্মনো জারায় দত্তবতী। তেনাপি তত্কস্যৈচিত্স্বপ্রণয়িন্যৈ দত্তম্। তস্যাপি সর্বেষাং পালকো নৃপ এব জরামরণরাহিত্যমর্হতীতি কৃত্বা তত্পুনা রাজ্ঞে দত্তম্। তদ্দৃষ্টা পরমং বৈরাগ্যমাপন্নো ভর্তৃহরির্বনং জিগমিষুরিদং শতকত্রয়ং রচয়ামাসেতি। এবং সত্যপ্যেতস্মিঞ্শতকং নার্হতি স্থানমেতত্পদ্যম্। নীতিশাস্ত্রবিত্কবিঃ স্বয়মেব স্বগৃহচ্ছিদ্রমেবং স্ফুটীকুর্যাদিত্যপি ন সম্ভবতীত্যলং প্রাসঙ্গিকেন।

Scanned by CamScanner

অধ্যাপনা

অধ্যাপক এম. আর. কালে মহোদয় মনে করেন আলোচ্য শ্লোকে ভর্তৃহরির শতকত্রয় রচনার ইতিহাস লুক্কায়িত রয়েছে। একজন ব্রাহ্মণ জরা ও মৃত্যুর নাশক একটি ফল রাজা ভর্তৃহরিকে দান করেন। রাজা সেই ফল নিজের প্রাণপ্রিয়া পত্নীকে দেন। রাজার পত্নী তা নিজের জারকে অন্যমনস্ক হয়ে দিয়ে দেন। সেই জার আবার নিজের অন্য এক প্রণয়িনীকে দেন। সেই রমণী প্রজাপালক রাজার দীর্ঘজীবী হওয়া উচিত ভেবে রাজাকে দিয়ে দেন। এই ভাবে ফল ফিরে আসাতে রাজা ভর্তৃহরির বৈরাগ্যোদয় হয়, তিনি শতকত্রয় রচনায় প্রবৃত্ত হন। শ্লোকে সন্ধি অবশ্য করণীয়। কিন্তু চ ইমাং এই পদদুটির সন্ধি হয়নি। তাই আলঙ্কারিকদের মতে বিসন্ধিদোষ হয়েছে।

ছন্দঃ

বসন্ততিলকং বৃত্তম্, জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজা জগৌ গঃ ইতি তল্লক্ষণম্।

ব্যাকরণ

◗ তাম্, তম্, মদনম্, ইমাম্, মাম্ ইত্যেতেভ্যঃ শব্দেভ্যঃ ধিগিতি শব্দযোগাৎ দ্বিতীয়াবিভক্তিঃ। ◗ পরিশুষ্যতি ইত্যস্য স্থলে পরিতুষ্যতি ইতি পাঠভেদঃ দৃশ্যতে। কালেমহোদয়স্য মতে পারিতুষ্যতি ইতি স্বীকারে মাং প্রতি সন্তোষঃ ইতি অর্থঃ ভবেৎ।

শ্লোক-৩

অধুনা ব্যবহারস্বরূপবৈবিধ্যপরিজ্ঞানার্থং বিষয়ং দশধা বিভজ্যাদৌ অজ্ঞপদ্ধতিং বর্ণয়িতুমারভে
(এখন বিবিধ প্রকার ব্যবহারের পরিচয় দিতে গিয়ে বর্ণনীয় বিষয়কে দশভাগে
বিভক্ত করে অজ্ঞের স্বরূপ বর্ণনা করা হচ্ছে)

মূল

অজ্ঞঃ সুখমারাধ্যঃ সুখতরমারাধ্যতে বিশেষজ্ঞঃ।
জ্ঞানলবদুর্বিদগ্ধং ব্রহ্মাপি নরং ন রঞ্জয়তি।।

বঙ্গলিপি

অজ্ঞঃ সুখমারাধ্যঃ সুখতরমারাধ্যতে বিশেষজ্ঞঃ।
জ্ঞানলবদুর্বিদগ্ধং ব্রহ্মাপি নরং ন রঞ্জয়তি।।

অন্বয় বা গদ্যরূপ পাঠ

অজ্ঞঃ সুখম্ আরাধ্যঃ বিশেষজ্ঞঃ সুখতরম্ আরাধ্যতে, জ্ঞানলবদুর্বিদগ্ধং নরং ব্রহ্মা অপি ন রঞ্জয়তি।

সংস্কৃত ও বাংলা শব্দার্থ

● **অজ্ঞঃ** (হিতাহিতবিবেকশূন্যঃ—হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অজ্ঞপুরুষকে); ● **সুখম্ আরাধ্যঃ** (অনায়াসেন পরিতর্পণীয়ঃ —পরিতৃপ্ত করা খুবই সহজ); ● **বিশেষজ্ঞঃ** (যুক্তাযুক্তজ্ঞানবান্—যুক্তাযুক্তবিষয়ে জ্ঞানবান মনুষ্যকে); ● **সুখতরম্** (স্বল্পতরেণায়াসেন—সহজতরভাবে); ● **আরাধ্যতে** (পরিতৃপ্যতে—সন্তুষ্ট করা সুগমতর কার্য);

Scanned by CamScanner

● **জ্ঞানলবদুর্বিদগ্ধং** (জ্ঞানলেশপণ্ডিতং—জ্ঞানের লেশমাত্রের দ্বারা পণ্ডিত); ● **নরং** (জনং—মনুষ্যকে); ● **ব্রহ্মা অপি** (সৃষ্টিকর্তা অপি—ব্রহ্মাও); ● **ন রঞ্জয়তি** (প্রসাদয়িতুমসমর্থঃ—প্রসন্ন করতে অসমর্থ)।

বঙ্গানুবাদ

হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অজ্ঞপুরুষকে পরিতৃপ্ত করা খুবই সহজ, যুক্তাযুক্ত বিষয়ে জ্ঞানবান মনুষ্যকে সন্তুষ্ট করা সুগমতর কার্য। কিন্তু জ্ঞানের লেশমাত্রের দ্বারা পণ্ডিত মানুষকে (অল্পজ্ঞকে)প্রসন্ন করতে ব্রহ্মাও অসমর্থ।

সংস্কৃত টীকা

জানাতীতি জ্ঞঃ। ন জ্ঞঃ অজ্ঞঃ। অজ্ঞানোঽজাতশঙ্কঃ বিবেকবিকলো বা শিষ্টোক্তং শৃণোত্যাচরতি চ অতঃ। সুখমনায়াসেন আরাধ্যঃ সমাধাতুং শক্যঃ। বিশেষং জানাতীতি বিশেষজ্ঞঃ। আতোঽনুপসর্গে কঃ ইতি কপ্রত্যয়ঃ। সুখতরঃ যুক্তাযুক্তস্য তৎকালজ্ঞাদাদত্যন্তভনায়াসেন আরাধ্যতে। কিন্ত্বতো বিলক্ষণঃ জ্ঞানস্য লবেন দুর্বিদগ্ধো দুশ্চতুরস্তম্। জ্ঞানলেশমাত্রেণাত্মানং পণ্ডিতমানিনম্। ব্রহ্মা সর্বশক্তিমান্নপি। কা কথেতরেষামিতি ভাবঃ। ন রঞ্জয়তি রঞ্জয়িতুং শক্নোতি। যুক্তিসহস্রেণাপি তন্মনঃ সমাধানস্য দুঃসম্পাদ্যত্বাদিতি ভাবঃ। অত্র রঞ্জনসম্বন্ধেঽপ্যসম্বন্ধাভিধানাদতিশয়োক্তিরলঙ্কারঃ। বৃত্তমার্যামিদঃ। তল্লক্ষণম্। যস্যাঃ প্রথমে পাদে দ্বাদশমাত্রাস্তথা তৃতীয়েঽপি। অষ্টাদশ দ্বিতীয়ে চতুর্থকে পঞ্চদশ সার্যা।। ইতি।

অধ্যাপনা

আলোচ্য শ্লোকে তিনপ্রকার মানুষের কথা বলা হয়েছে—(১) **অজ্ঞ ঃ** যিনি হিত ও অহিত জ্ঞানশূন্য। এইরকম ব্যক্তিকে বোঝা সহজ। (২) **বিশেষজ্ঞ ঃ** যিনি শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ সম্পর্কে বিচার করতে সামর্থ। এইরকম ব্যক্তিকে বোঝা সহজতর। (৩) **অল্পজ্ঞ ঃ** জ্ঞানের লেশমাত্র লাভ করে নিজেকে যিনি সর্বজ্ঞ মনে করেন এবং এর ফলে তার চিত্ত সর্বদা অহংকারের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। এইরকম ব্যক্তিকে বোঝা ব্রহ্মার পক্ষেও অসম্ভব।

অন্যত্রও পাওয়া যায়—

"Little learning is a dangerous thing—
Drink deep—or taste not the Pierian spring—
There shallow draughts intoxicate the brain"

Pope's Essay on Criticism Part II

ज्ञानी समुझत सहज में, पर जिन नर मे अभिमान।
मनरंजन तिनका कभी संभव नांहि सुजान।। (रसिक कवि)

ছন্দঃ

অত্র আর্যা বৃত্তম্। যত্র প্রথমে তথা তৃতীয়ে পাদে দ্বাদশমাত্রাঃ তথা দ্বিতীয়ে তথা চতুর্থে অষ্টাদশমাত্রাঃ তত্র আর্যা ভবতি।

ব্যাকরণ

▸ **বিশেষং জানাতি যঃ সঃ**—বিশেষজ্ঞঃ (উপপদ-তৎপুরুষ-সমাসঃ); বিশেষপূর্বকাৎ জ্ঞাধাতোঃ ক্তপ্রত্যয়ঃ আতোমনুপসর্গে কঃ ইতি সূত্রম্। ▸ **অজ্ঞঃ**—জানাতি যঃ সঃ জ্ঞঃ (উপপদ-তৎপুরুষ-সমাসঃ); ▸ **ন জ্ঞঃ অজ্ঞঃ** (নঞ-তৎপুরুষ-সমাসঃ); ▸ **সুখমারাধ্যঃ**—সুখেন আরাধ্যঃ (তৃতীয়া-তৎপুরুষ-সমাসঃ)।

Scanned by CamScanner

শ্লোক-৪

অথ প্রতিনিবিষ্টমূর্খচিত্তস্য দুরাराध্যতামেবাহ দ্বাভ্যাম্
(এখন অজ্ঞানাচ্ছ মূর্খচিত্তের দুঃখারাধ্যতা দুটি শ্লোকে বলা হয়েছে)

মূল

প্রসহ্য মণিমুদ্ধরেন্মকরবক্রদংষ্ট্রান্তরা-
ত্সমুদ্রমপি সংতরেন্নচলদূর্মিমালাকুলম্।
ভুজঙ্গমপি কোপিতং শিরসি পুষ্পবদ্ধারয়ে-
ন্ন তু প্রতিনিবিষ্টমূর্খজনচিত্তমারাধয়েত্।।

বঙ্গলিপি

প্রসহ্য মণিমুদ্ধরেন্মকরবক্রদংষ্ট্রান্তরা-
ত্মুদ্রমপি সংতরেৎ চলদূর্মিমালাকুলম্।
ভুজঙ্গামপি কোপিতং শিরসি পুষ্পবদ্ধারয়ে-
ন্ন তু প্রতিনিবিষ্টমূর্খজনচিত্তমারাধয়েৎ।।

অন্বয় বা গদ্যরূপ পাঠ

মকরবক্রদংষ্ট্রান্তরাৎ প্রসহ্য মণিমুদ্ধরেৎ, প্রচলদূর্মিমালাকুলং সমুদ্রমপি সন্তরেৎ। কোপিতং ভুজঙ্গামপি শিরসি পুষ্পবদ্ ধারয়েৎ, প্রতিনিবিষ্টমূর্খজনচিত্তং তু ন আরাধয়েৎ।

সংস্কৃত ও বাংলা শব্দার্থ

● **মকরবক্রদংষ্ট্রান্তরাৎ** (মকরাখ্যজন্তুবিশেষদন্তসমূহাভ্যন্তরাৎ—কুমিরের দন্তসমূহের মধ্যস্থিত); ● **প্রসহ্য মণিমুদ্ধরেৎ** (বলপুর্বকং মণেঃ উদ্ধরণং সম্ভবেৎ—মণিকে বলপূর্বক উদ্ধার করা যেতে পারে); ● **প্রচলদূর্মিমালাকুলং** (চঞ্চলতরঙ্গসমূহাকুলং—তরঙ্গমালার দ্বারা উত্তাল); ● **সমুদ্রমপি সন্তরেৎ** (সাগরমপি পারং গচ্ছেৎ—সমুদ্রে সন্তরণ কেউ করতে পারে); ● **কোপিতং** (কুদ্ধং—ক্রুদ্ধ); ● **ভুজঙ্গামপি** (নাগরাজমপি —নাগরাজকে); ● **শিরসি** (মস্তকে—মস্তকে); ● **পুষ্পবদ্** (কুসুমবৎ—পুষ্পমালার মতো); ● **ধারয়েৎ** (স্থাপয়েৎ —ধারণ কেউ করতে পারে); ● **প্রতিনিবিষ্টমূর্খজনচিত্তং** (দুরাগ্রহগ্রস্তং মূর্খহৃদয়ং (দুর্গুণের মধ্যে আবদ্ধ মূর্খের চিত্তকে); ● **তু** (প্ররন্তু—কিন্তু); ● **ন আরাধয়েৎ** (রঞ্জয়িতুং ন শক্যতে—সদগুণযুক্ত করতে কেউ পারে না)।

বঙ্গানুবাদ

কুমিরের দন্তসমূহের মধ্যস্থিত মণিকে বলপূর্বক উদ্ধার করা যেতে পারে, প্রচণ্ড তরঙ্গমালার দ্বারা উত্তাল সমুদ্রে সন্তরণ কেউ করতে পারে, ক্রুদ্ধ নাগরাজকে মস্তকে পুষ্পমালার মতো ধারণ কেউ করতে পারে। কিন্তু দুর্গুণের মধ্যে আবদ্ধ মূর্খের চিত্তকে সদগুণযুক্ত করতে কেউ পারে না।

সংস্কৃত টীকা

মকরো জলজন্তুভেদ:। তস্য বক্ত্রং তস্য দংষ্ট্রে তথোরন্তরান্মধ্যাত্। প্রসহ্য হঠান্মণিমুদ্ধরেত্। উদ্ধর্তুমশক্যমপীত্যর্থ:। অত্রোত্তস্মিন্পদ্যে চ সর্বত্র শক্যার্থে বিধিলিঙ্। নর ইতি শেষ:। ঊর্মীণাং মালা

Scanned by CamScanner

ऊर्मीमाला: प्रचलन्त्यश्च ता ऊर्मिमालाश्च प्रचलदूर्मिमालास्ताभि:। प्रचलन्तश्च ते ऊर्मयश्च तेषां मालाभिरिति वा। आकुलस्तं दुस्तरमपीत्यर्थ:। संतरेत् बाहुभ्यां वा प्लवसाधनेन। कोपितं कोपोऽस्य सञ्जात: तं सञ्जातकोपम्। तारकादेराकृतिगणत्वादितच् यद्वा प्रापितम् पुष्पेण तुल्यं पुष्पवत्पुष्पस्रजमिव। तेन तुल्यं क्रियाचेद्वति। इति वतिप्रत्यय:। किन्तु प्रतिनिविष्टं सति असति वा वस्तुनि जाताभिनिवेशम्। दुराग्रशहाविष्टमित्यर्थ: मूर्खजनस्य चित्तम्। प्रतिनिविष्टश्चासौ मूर्खजनश्च तस्य चित्तमिति वा। नाराधयेत्। सर्वेषां साधनानां प्रतिहतत्वात्। अत्र मण्युद्धरणाद्यसम्बन्धेऽपि तत्सम्बन्धाभिधानादतिशयोक्तिरलङ्कार:। पृथ्वी वृत्तम्।

অধ্যাপনা

আলোচ্যশ্লোকে মূর্খব্যক্তির নিন্দা করে গ্রন্থকার বলেছেন মূর্খের চিত্তবিনোদন করা কখনোই সম্ভব নয়। মানুষ মকরের দন্তসমূহের মধ্যস্থিত মণিকে বলপূর্বক উদ্ধার করার চেষ্টা করলেও করতে পারে, প্রচণ্ড তরঙ্গমালার দ্বারা উত্তাল সমুদ্রে সন্তরণ করার চেষ্টা কেউ করতে পারে, ক্রুদ্ধ নাগরাজকে মস্তকে পুষ্পমালার মতো ধারণ কেউ করতে পারে। এই সমস্ত কর্মই প্রায় অসম্ভব। তবুও মানুষ দুঃসাহস করে এই সমস্ত কর্মেও প্রবৃত্ত হতে পারে। কিন্তু দুর্গুণের মধ্যে আবদ্ধ মূর্খের চিত্তকে সদগুণ যুক্ত করতে কেউ পারে না। ভামিনীবিলাসে অনুরূপ উক্তি পাওয়া যায়—

হলাহলং খলু পিপাসতি কৌতুকেন,
কালানলং পরিচুচুম্বিষতি প্রকামম্।
ব্যালাধিপং চ যততে পরিরব্ধু মদ্ধা
যো দুর্জনং বশয়িতুং তনুতে মনীষাম্।। (ভা.বি.৯০)

ছন্দঃ ও অলংকার

অত্র পৃথ্বীতি ছন্দঃ, তল্লক্ষণং হি 'জসৌ জসযলা বসুগ্রহযতিশ্চ পৃথ্বী গুরুঃ' ইতি। যত্র প্রতিপাদং জ-স-জ-য-ল-গ-গণাস্তিষ্ঠন্তি তত্র পৃথ্বী ইতি ছন্দঃ ভবতি। তথা অতিশয়োক্তিঃ অলঙ্কারঃ।

ব্যাকরণ

▸ **মকরবক্রদংষ্ট্রান্তরাৎ**—বক্রাশ্চৈতা দংষ্ট্রাশ্চেতি—বক্রদ্রংষ্টাঃ (কর্মধারয় সমাসঃ); মকরস্য বক্রদ্রংষ্টাঃ মকরবক্রদ্রংষ্টাঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ), মকরবক্রদ্রংষ্টানাম্ অন্তরম্ তস্মাৎ-মকরবক্রদংষ্ট্রান্তরাৎ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ); ▸ **প্রচলদূর্মিমালাকুলং**—ঊর্মীণাং মালা-ঊর্মিমালা (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ), প্রচলন্তী ঊর্মিমালা প্রচলদূর্মিমালা (কর্মধারয়ঃ) প্রচলদূর্মিমালয়া আকুলম্ প্রচলদূর্মিমালাকুলম্ (তৃতীয়া-তৎপুরুষঃ); ▸ পুষ্পেণ তুল্যং পুষ্পবৎ, তেন তুল্য ক্রিয়াচেদ্বতি ইতি সূত্রেণ বতিপ্রত্যয়ো ভবতি। ▸ ভুজঙ্গাম্ ভুজং (বক্রং) গচ্ছতি যঃ সঃ (উপপদ-তৎপুরুষঃ)।

শ্লোক-৫

অধুনা ঘটিতঘটনমপি সংভবেন্ন তু মূর্খচিত্তারাধনমিত্যাহ
(মূর্খের চিত্তকে সন্তুষ্ট করা যায় না। সেই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে)

মূল

লভেত সিকতাসু তৈলমপি যত্নত: পীডয-
ন্পিবচ্চ মৃগতৃষ্ণিকাসু সলিলং পিপাসার্দিত:।
কদাচিদপি পর্যটচ্ছশবিষাণমাসাদয়ে
ন্ন তু প্রতিনিবিষ্টমূর্খজনচিত্তমারাধয়েত্।।

Scanned by CamScanner

বঙ্গলিপি

লভেত সিকতাসু তৈলমপি যত্নতঃ পীড়য়-
ন্‌পিবচ্চ মৃগতৃষ্ণিকাসু সলিলং পিপাসার্দিতঃ।
কদাচিদপি পর্যটঞ্ছশবিষাণমাসাদয়ে-
ন্ন তু প্রতিনিবিষ্টমূর্খজনচিত্তমারাধয়েৎ।।

অন্বয় বা গদ্যরূপ পাঠ

যত্নতঃ পীড়য়ন্ সিকতাসু তৈলমপি লভেত, পিপাসার্দিতঃ মৃগতৃষ্ণিকাসু সলিলং চ পিবেৎ, পর্যটন্ কদাচিৎ শশবিষাণম্ অপি আসাদয়েৎ তু প্রতিনিবিষ্টমূর্খজনচিত্তং ন আরাধয়েৎ।

সংস্কৃত ও বাংলা শব্দার্থ

● **যত্নতঃ** (যত্নপূর্বকং—যত্নপূর্বক); ● **পীড়য়ন্** (মর্দয়ন্—মর্দন করতে করতে); ● **সিকতাসু** (বালুকাসু—বালুকাকণা থেকেও); ● **তৈলমপি** (স্নেহপদার্থমপি—তেলও); ● **লভেত** (প্রাপ্নুয়াৎ—নিঃসৃত হতে পারে); ● **পিপাসার্দিতঃ** (তৃষ্ণয়া পীড়িতঃ—তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি); ● **মৃগতৃষ্ণিকাসু** (মরীচিকাসু—মরুস্থলে); ● **সলিলং চ** (জলমপি—জলও); ● **পিবেৎ** (পাতুং শক্নুয়াৎ—পান করতে পারে); ● **পর্যটন্** (পরিভ্রমন্—পৃথিবীতে ভ্রমণ করতে করতে); ● **কদাচিৎ** (কস্মিংশ্চিৎ সময়ে—কখনও); ● **শশবিষাণম্ অপি** (শশশৃঙ্গামপি—খরগোশের সিংও); ● **আসাদয়েৎ** (লভেত—দেখা যেতে পারে); ● **তু** (পরন্তু—কিন্তু); ● **প্রতিনিবিষ্টমূর্খজনচিত্তং** (দুরাগ্রহযুক্তহৃদয়ং—দুরাগ্রহী মূর্খের মনকে); ● **ন আরাধয়েৎ** (বশীকরণং ন সম্ভবেৎ—নিজের বশে করতে পারে না)।

বঙ্গানুবাদ

যত্নপূর্বক মর্দন করতে করতে হয়তো বালুকাকণা থেকেও তেল নিঃসৃত হতে পারে, তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি হয়তো মরুস্থলে জলও পান করতে পারে, পৃথিবীতে ভ্রমণ করতে করতে খরগোশের সিংও কখনও দেখা যেতে পারে। কিন্তু দুরাগ্রহী মূর্খের মনকে কোনো মনুষ্যই নিজের বশে করতে পারে না।

সংস্কৃত টীকা

যন্তত: প্রযাসাত্। পঞ্চম্যাস্তসি:। পীডযন্নদ্‌ভূতযন্ত্রাদিনা। সিকতাসু বালুকাসু। তৈলং তিলস্য তৎসদৃশস্য বা বিকার:। বিকারার্থে অণ্। লভেত লব্ধুং শক্নুযাত্। কশ্চিদিতি শেষ:। পাতুমিচ্ছা পিপাসা। পা পানে ইত্যস্মাদ্ধাতো: সন্যন্স্ত্রিযামপ্রত্যযে টাপ্। তযা অর্দিত: পীডিত:। মৃগাণাং তৃষ্ণাস্যাং মৃগতৃষ্ণা। সা এব মৃগতৃষ্ণিকা। অত্র স্বার্থে কপ্রত্যযে প্রত্যাযাস্থাত্কাত্পূর্বস্যাত্ ইদাপ্সুপ: ইতীকার:। কেবলং জলপ্রমদাযিনীষ্বপি। মৃগতৃষ্ণিকাসু মরীচিকাসু। সলিলং জলম্। কদাচিদনুকুলবেলাযাং পর্যটন্ তত্র ভূপ্রদেশে চরন্। শশস্য শৃঙ্গমপি আসাদযিতুং লব্ধুং শক্নুযাত্। পূর্ববদতিশযোকত্যলঙ্কার:। বৃত্তং পৃথ্বী। অত্র প্রথমদ্বিতীযচতুর্থপাদেষু সিকতাসু তৈলমিত্যাদৌ অষ্টমবর্ণে ইষ্টস্য বিচ্ছেদস্যাভাবাত্ যতিভ্রষ্টনামা দোষ:। তদুক্তং বিদ্যানাথেন। যত্র স্থানে যতিভংশস্তদ্যতি ভ্রষ্টমুচ্যতে। অত্র কেচিত্ সিকতানাং সুতৈলং সিকতাসু তৈলমেবং মৃগতৃষ্ণিকাসু সলিলমিত্যেকং পদং বাঞ্ছন্তি। বৃত্তং পৃথ্বী।

অধ্যাপনা

বালুকাতে তৈলপ্রাপ্তি, মরীচিকায় জললাভ, শশকের শৃঙ্গাদর্শন অসম্ভব। এইসব অসম্ভব কখনও সম্ভব হতে

Scanned by CamScanner

পারে। কিন্তু মূর্খের চিত্তবিনোদন কখনোই সম্ভব নয়। পৃথ্বী ছন্দে অষ্টম অক্ষরের পর যতি হয় কিন্তু সিকতাসু তৈলম্ এই অংশে যতি না হওয়ায় যতিভ্রষ্টনামক দোষ হয়েছে। সুভাষিতবলীতে ভর্তৃহরি বলেছেন—

অরণ্যরুদিতং কৃতং শবশরীরমুদ্বর্তিতং, স্থলেঽব্জমবরোপিতং সুচিরমূষরে বর্ষিতম্।
শ্বপুচ্ছমবনামিতং বধিরকর্ণজাপ: কৃত: কৃতান্ধমুখমণ্ডনা যদ্বুধো জন: সেবিত:।।

ছন্দঃ ও অলংকার

অত্র পৃথ্বীতি ছন্দঃ, তল্লক্ষণং হি 'জসৌ জসযলা বসুগ্রহযতিশ্চ পৃথ্বী গুরুঃ' ইতি। য প্রতিপাদং জ-স-জ-য-ল-গ-গণাস্তিষ্ঠন্তি তত্র পৃথ্বী ইতি ছন্দঃ ভবতি। তথা অতিশয়োক্তিঃ অলঙ্কারঃ।

ব্যাকরণ

পিপাসার্দিতঃ—পিপাসয়া আর্দিতঃ (তৃতীয়া তৎপুরুষঃ), পাতুমিচ্ছা—পিপাসা, পাধাতোঃ সন্প্রত্যয়স্তথা টাপ্প্রত্যয়ঃ। **মৃগতৃষ্ণিকাসু**—তৃষ্ণা এব তৃষ্ণিকা, মৃগাণাং তৃষ্ণিকা তাসু (ষষ্ঠী তৎপুরুষঃ সমাসঃ)।

শ্লোক-৬

মূল

ব্যালং বালমৃণালতন্তুভিরসৌ রোদ্ধুং সমুজ্জৃম্ভতে
ছেত্তুং বজ্রমণীঞ্ছিরীষকুসুমপ্রান্তেন সন্নহ্যতে।
মাধুর্যং মধুবিন্দুনা রচয়িতুং ক্ষারাম্বুধেরীহতে
নেতুং বাঞ্ছতি য: খলাৎপথি সতাং সূক্তৈ: সুধাস্যন্দিভি:।।

বঙ্গলিপি

ব্যালং বালমৃণালতন্তুভিরসৌ রোদ্ধুৎ সমুজ্জৃম্ভতে
ছেত্তুং বজ্রমণীঞ্ছিরীষকুসুমপ্রান্তেন সন্নহ্যতে।
মাধুর্যং মধুবিন্দুনা রচয়িতুং ক্ষারাম্বুধেরীহতে
নেতুং বঞ্ছতি যঃ খলাৎপথি সতাং সূক্তৈঃ সুধাস্যন্দিভিঃ।।

অন্বয় বা গদ্যরূপ পাঠ

যঃ সুধাস্যন্দিভিঃ সূক্তৈঃ খলান্ সতাং পথি নেতুং বাঞ্ছতি, বালমৃণালতন্তুভিঃ ব্যালং রোদ্ধুং সমুজ্জৃম্ভতে, শিরীষকুসুম্ প্রান্তেন বজ্রমণীম্ ছেত্তুং সংনহ্যতে, মধুবিন্দুনা ক্ষারাম্বুধেঃ মাধুর্যং রচয়িতুম্ ঈহতে।

সংস্কৃত ও বাংলা শব্দার্থ

● **যঃ** (যঃ জনঃ—যে ব্যক্তি); ● **সুধাস্যন্দিভিঃ** (অমৃতবর্ষিভিঃ—অমৃতবর্ষী); ● **সূক্তৈঃ** (শোভনবাক্যৈঃ—শোভন উক্তির দ্বারা); ● **খলান্** (দুষ্টান্—দুর্জনগণকে); ● **সতাং পথি** (সজ্জনানাং মার্গে—সজ্জনানুসৃত পথে); ● **নেতুং** (আনেতুং—আনার); ● **বাঞ্ছতি** (ইচ্ছতি—অভিলাষ করছেন); ● **বালমৃণালতন্তুভিঃ** (নবীনপদ্মসূত্রৈঃ—সে কোমল মৃণালতন্তু দ্বারা); ● **ব্যালং** (দুষ্টগজং—দুষ্ট হস্তীকে); ● **রোদ্ধুং** (বন্ধুং—বন্ধন করতে); ● **সমুজ্জৃম্ভতে** (প্রযততে—প্রয়াসী হয়); ● **শিরীষকুসুম্ প্রান্তেন** (শিরীষপুষ্পধারয়া

Scanned by CamScanner

—শিরীষফুলের প্রান্তভাগ দ্বারা); ● **বজ্রমণীম্** (হীরকখণ্ডং—হীরকখণ্ড); ● **ছেত্তুং** (ভেত্তুং—ছেদনে); ● **সংনহ্যতে** (সঞ্চেষ্টতে—বদ্ধপরিকর হয়); ● **মধুবিন্দুনা** (মধুমাত্রেণ—মধুবিন্দু দ্বারা); ● **ক্ষারাম্বুধেঃ** (লবণসমুদ্রস্য—লবণাক্ত সমুদ্রের); ● **মাধুর্যং রচয়িতুম্** (মনোহারিত্বং সম্পাদয়িতুং—মাধুর্যবিধানে); ● **ঈহতে** (চেষ্টতে—তৎপর হয়)।

বঙ্গানুবাদ

যে ব্যক্তি অমৃতবর্ষী শোভন উক্তির দ্বারা দুর্জনগণকে সজ্জনানুসৃত পথে আনার অভিলাষ পোষণ করে, সে কোমল মৃণালতন্তু দ্বারা দুষ্ট হস্তীকে বন্ধন করতে প্রয়াসী হয়, সে শিরীষফুলের প্রান্তভাগ দ্বারা হীরকখণ্ড ছেদনে বদ্ধপরিকর হয়, সে মধুবিন্দু দ্বারা লবণাক্ত সমুদ্রের মাধুর্যবিধানে তৎপর হয়।

সংস্কৃত টীকা

অসৌ নরः व्यालं दुष्टगजम्। व्यालो दुष्टगजे सर्पे इति विश्वमेदिन्यौ। बालं च तन्मृणालं बिसं तस्य तन्तुभिः। रोद्धुं नियन्तुमुज्जृम्भते। कृतोत्साहो भवति। वज्रो हीरकः मणिः वज्रमणीस्तम्। तीक्ष्णलोहेनानलेख्यमपीत्यर्थः। शिरीषकुसुमं सर्वेषु कुसुमेषु म्रदिष्टं तस्य प्रान्तेन। प्रकृष्टोऽन्तः प्रान्तस्तेन। छेत्तुं सन्नद्यते बद्धपरिकरो भवति। क्षारश्चासावम्बुधिश्च तस्य। मुधुरातीति मधुरं मधुरस्य भावो माधुर्यं तत्। ईहते वाञ्छति। क इत्याकांक्षायामाह—यः सुध स्यन्दते तच्छीलैः अमृतस्राविभिः सूक्तैः प्रियभाषणैः। स्पष्टमत्यत्। मूर्खं यः प्रतिनेतुमित्यादिपाठे प्रतिनेतुमनुनेतुमित्यर्थः। अलङ्कारो मालानिदर्शना। न चायं दृष्टान्तः। वाक्यभेदेन प्रतिविम्बकारणापेक्षेपे तस्योत्थानात्। अत्र तु वाक्यार्थे वाक्यार्थसमारोपाद् वाक्यस्यैकवाक्यतायां तदभावः इत्यलङ्कारसर्वस्वकारः। शार्दुलविक्रीडितं वृत्तम्।

অধ্যাপনা

নীতিশতকের এই শ্লোকের সঙ্গে মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের প্রথমাঙ্কের 'ইদং কিলাব্যাজমনোহরং.....' ইত্যাদি শ্লোকের সাদৃশ্য রয়েছে। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে রাজা দুষ্যন্ত নিসর্গসুন্দরশরীরবিশিষ্টা কোমলশরীরা শকুন্তলাকে আশ্রমকর্মে নিযুক্তা দেখে মহর্ষি কণ্বকে অদূরদর্শী বলেছেন। কারণ কোমলশরীরা শকুন্তলাকে আশ্রমকর্মে নিযুক্ত করার প্রচেষ্টা কোমল পদ্মের পাতার প্রান্তভাগ দ্বারা কঠিন শমীতরু ছেদনের প্রয়াসের সমান। আলোচ্যশ্লোকে বলা হয়েছে—যে ব্যক্তি অমৃতবর্ষী শোভন উক্তির দ্বারা দুর্জনগণকে সৎপথে আনার অভিলাষ পোষণ করে, সে কোমল মৃণালতন্তু দ্বারা দুষ্ট হস্তীকে বন্ধন করতে প্রয়াসী হয়, সে শিরীষফুলের প্রান্তভাগ দ্বারা হীরকখণ্ড ছেদনে বদ্ধপরিকর হয়, সে মধুবিন্দু দ্বারা লবণাক্ত সমুদ্রের মাধুর্যবিধানে তৎপর হয়। গজকে নিয়ন্ত্রিত করতে হলে কঠিন লৌহশৃঙ্খলের প্রয়োজন। তাই কোমল মৃণালতন্তু দ্বারা দুষ্ট হস্তীকে বন্ধন করতে প্রয়াসী ব্যক্তি নিতান্তই অদূরদর্শী। ঠিক একই ভাবে শিরীষফুলের প্রান্তভাগ দ্বারা হীরকখণ্ড ছেদনে বদ্ধপরিকর ব্যক্তিও অদূরদর্শী এবং মধুবিন্দু দ্বারা লবণাক্ত সমুদ্রের মাধুর্যবিধানে তৎপর ব্যক্তিও অদূরদর্শী। অলোচ্যশ্লোকে অলঙ্কার কী হবে সে বিষয়ে টীকাকার অধ্যাপক পি. ভি. কানে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে এখানে মালানিদর্শনা অলঙ্কার হয়েছে, দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হয়নি। স্বতন্ত্র বাক্যে উল্লিখিত সাধারণ ধর্মদ্বয়ের সাদৃশ্য তাৎপর্যলভ্য হলে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হয়। সাহিত্যদর্পণগ্রন্থে বিশ্বনাথ কবিরাজ দৃষ্টান্তের লক্ষণপ্রসঙ্গে বলেছেন—দৃষ্টান্তস্তু সধর্মস্য বস্তুনঃ প্রতিবিম্বনম্। কিন্তু আলোচ্যস্থলে বাক্যার্থে বাক্যার্থের সমারোপ হওয়ায় একবাক্যতার অভাববশত দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হবে না। অনুরূপ ভাব প্রকাশিত হয়েছে সুভাষিতবলীতে—

दुर्जनः सज्जनीकर्तुं यत्नेनापि न शक्यते।
संस्कारेणापि लशुनं कः सुगन्धीकरिष्यति।।

Scanned by CamScanner

শার্ঙ্গধর পদ্ধতিতে বলা হয়েছে—

ন বিষমমৃতং কর্তুং শক্যং প্রযত্নশতৈরপি ত্যজতি কটুতাং ন স্বাং নিম্বঃ স্ততোঽপি পয়োহ্রদে।
গুণপরিচিতামার্যাং বাণীং ন জল্পতি দুর্জনশ্চিরমপি বলাধ্মাতে লোহে কুতঃ কনকাকৃতিঃ।।

ছন্দঃ ও অলংকার

শার্দূলবিক্রীড়িতং বৃত্তং, তল্লক্ষণং হি 'সূর্যাশ্বৈর্মসজস্ততাঃ সগুরবঃ শার্দূলবিক্রীড়িতম্ ইতি। মালানিদর্শনা-চালঙ্কারঃ।

ব্যাকরণ

▸ **বালমৃণালতন্তুভিঃ**—মৃণালস্য তন্তবঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ), বালঃ মৃণালতন্তু (কর্মধারয়ঃ) তৈঃ। ▸ বালমৃণালতন্তুভিঃ, মধুবিন্দুনা তথা শিরীষকুসুমপ্রান্তেন ইতি পদেভ্যঃ 'সাধকতমং করণম্ ইতি সূত্রেণ করণসংজ্ঞা ভবতি তথা 'কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া' ইতি সূত্রেণ তৃতীয়াবিভক্তিঃ ভবতি। ▸ ব্যালশব্দার্থো হি দুষ্টগজঃ, তথাহি বিশ্বকোষে তথা মেদিন্যামুক্তং 'ব্যালো দুষ্টগজে সর্পে' ইতি। ▸ **ক্ষারাম্বুধেঃ**—ক্ষারযুক্তঃ অম্বুধিঃ (কর্মধারয়ঃ)।

শ্লোক-৭

মূল

স্বায়ত্তমেকান্তগুণং বিধাত্রা বিনির্মিতং ছাদনমজ্ঞতায়াঃ।
বিশেষতঃ সর্ববিদাং সমাজে বিভূষণং মৌনমপণ্ডিতানাম্।।

বঙ্গলিপি

স্বায়ত্তমেকান্তগুণং বিধাত্রা বিনির্মিতং ছাদনমজ্ঞতায়াঃ।
বিশেষতঃ সর্ববিদাং সমাজে বিভূষণং মৌনমপণ্ডিতানাম্।।

অন্বয় বা গদ্যরূপ পাঠ

বিধাত্রা অজ্ঞতায়াঃ ছাদনম্ একান্তগুণং মৌনং স্বায়ত্তং বিনির্মিতম্। বিশেষতঃ সর্ববিদাং সমাজে মৌনম্ অপণ্ডিতানাং বিভূষণম্।

সংস্কৃত ও বাংলা শব্দার্থ

● **বিধাত্রা** (সৃষ্টিকর্ত্রা—বিধাতার দ্বারা); ● **অজ্ঞতায়াঃ** (বিবেকরাহিত্যস্য—মূর্খদের মূর্খতা); ● **ছাদনম্** (আচ্ছাদনস্য—লোকানোর); ● **একান্তগুণং** (স্বকীয়মেকমাত্রমুপায়স্বরূপং—একমাত্র উপায়রূপে); ● **মৌনং** (তূষ্ণীং—মৌনতাকে); ● **স্বায়ত্তং** (স্বস্য অধীনতয়া—তার অধীনরূপে); ● **বিনির্মিতম্** (সৃষ্টম্—সৃষ্টি করেছেন); ● **বিশেষতঃ** (বিশেষরূপেণ—বিশেষকরে); ● **সর্ববিদাং সমাজে** (পণ্ডিতসভায়াং—পণ্ডিত সভায়); ● **মৌনম্** (তূষ্ণীম্ভাবম্—মৌনাবলম্বন); ● **অপণ্ডিতানাং** (মূর্খানাং—মূর্খদের); ● **বিভূষণম্** (আভূষণস্বরূপম্—আভূষণস্বরূপ)।

বঙ্গানুবাদ

বিধাতা মূর্খদের মূর্খতা লোকানোর একমাত্র উপায়রূপে মৌনতাকে তার অধীনরূপে সৃষ্টি করেছেন। বিশেষ করে পণ্ডিতসভায় মৌনাবলম্বন মূর্খদের আভূষণস্বরূপ।

Scanned by CamScanner

সংস্কৃত টীকা

স্বস্যায়ত্তং স্বায়ত্তং স্বাধীনং ন ত্বন্যপেক্ষম্। এক এবান্তো যস্য স একান্তঃ। একান্তো গুণো যস্য তত্। এতাদৃগ্ অজ্ঞতায়াঃ। ছাদ্যতেঽনেনেতি ছাদনম্। করণাধিকরণয়োশ্চ (পা. ৩. ৩. ১১৭) ইতি করণে ল্যুট্। বিধাত্রা নির্মিতম্। কিং তদিত্যপেক্ষায়ামাহ—মৌনমিতি। কথংভূতং বিশেষতঃ সর্বং বিন্দন্তীতি সর্ববিদস্তেষাং সমাজে। অপণ্ডিতানাং ভূষণম্। পণ্ডা সদসদ্বিবেকবুদ্ধিঃ। পণ্ডা এষাং সঞ্জাতা ইতি পণ্ডিতাঃ তদস্য সঞ্জাতমিতি তকারাদিভ্যঃ ইতচ্ (পা. ৪. ২. ৩৬) ইতি ইতচ্প্রত্যয়ঃ। ন পণ্ডিতা অপিণ্ডিতাস্তেষাম্। অত্র সর্বত্র বিশেষতঃ পণ্ডিতসভাসু অজ্ঞৈর্মৌনমাশ্রিত্য বর্তিতব্যমিতি ভাবঃ। উপজাতিচ্ছন্দঃ।

অধ্যাপনা

বিদ্যা পণ্ডিতদের ভূষণ, অপণ্ডিত বা মূর্খদের ভূষণ হল মৌনতা। চাণক্যও বলেছেন—'তাবচ্চ শোভতে মূর্খঃ যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে।' ভর্তৃহরির মতেও পণ্ডিতদের সভায় মৌনতাই মূর্খের সম্মান রক্ষা করে। তিনি আরও বলেছেন বিধাতা মৌনতাকে মূর্খের অধীনরূপে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ মৌনতা মূর্খের অস্ত্র। মূর্খ যখন ইচ্ছা মৌনতাকে প্রয়োগ করতে পারে।

ছন্দঃ

অত্র উপজাতিবৃত্তম্। যত্র শ্লোকচরণেষু ইন্দ্রবজ্রোপেন্দ্রবজ্রয়োঃ সংমিশ্রণং ভবতি তত্র উপজাতিবৃত্তং জ্ঞেয়ম্।

ব্যাকরণ

● স্বস্য আয়ত্তং-স্বায়ত্তম্ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ)। ◗ একান্তগুণম্-এক এব অন্তো যস্য স একান্তঃ (বহুব্রীহিঃ), একান্তঃ গুণঃ যস্য তৎএকান্তগুণম্ (বহুব্রীহিঃ)। ◗ ছাদ্যতে অনেন ইতি-ছাদনম্ (করণাধিকরণয়োশ্চ ইতি সূত্রেণ করণবাচ্যে ল্যুট্প্রত্যয়ঃ)। ◗ অজ্ঞতায়াঃ ইত্যত্র কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি ইতি কর্মণি ষষ্ঠী। ◗ অপণ্ডিতানাম্-পণ্ডা এষাং সঞ্জাতা ইতি পণ্ডিতাঃ (ইত্-প্রত্যয়ঃ), ন পণ্ডিতঃ-অপণ্ডিতঃ (নঞ্-তৎপুরুষঃ)।

শ্লোক-৮

মূল

যদাকিঞ্চিজ্ঞোঽহং দ্বিপ ইব মদান্ধঃ সমভবং
তদা সর্বজ্ঞোঽস্মীত্যভবদবলিপ্তং মম মনঃ।
যদা কিঞ্চিৎকিঞ্চিদ্বুধজনসকাশাদবগতং
তদা মূর্খোঽস্মীতি জ্বর ইব মদো মে ব্যপগতঃ॥

বঙ্গলিপি

যদাকিঞ্চিজ্জ্ঞোঽহং দ্বিপ ইব মদান্ধঃ সমভবং
তদা সর্বজ্ঞোঽস্মীত্যভবদবলিপ্তং মম মনঃ॥
যদা কিঞ্চিৎকিঞ্চিদ্বুধজনসকাশাদবগতং
তদা মূর্খোঽস্মীতি জ্বর ইব মদো মে ব্যপগতঃ॥

Scanned by CamScanner

অন্বয় বা গদ্যরূপ পাঠ

যদা অহং কিঞ্চিজ্জ্ঞঃ, তদা দ্বিপ ইব মদান্ধঃ সমভবৎ, সর্বজ্ঞঃ অস্মি ইতি মম মনঃ অবলিপ্তমভবৎ। যদা বুধজনসকাশাৎ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অবগতম্ তদা মূর্খঃ অস্মি ইতি মে মদঃ জ্বর ইব ব্যপগতঃ।

সংস্কৃত ও বাংলা শব্দার্থ

● **যদা** (যস্মিন্—যখন); ● **অহং** (পুরোঽবস্থিতঃপিণ্ডঃ—আমি); ● **কিঞ্চিজ্জ্ঞঃ** (স্বল্পজ্ঞঃ—অল্প জ্ঞান লাভ করেছিলাম); ● **তদা** (তস্মিন্ সময়ে—তখন); ● **দ্বিপঃ** (গজঃ—হস্তীর); ● **ইব** (মতো); ● **মদান্ধঃ** (অভিমানান্ধঃ —অভিমানে অন্ধ); ● **সমভবৎ** (জাতঃ—হয়ে); ● **সর্বজ্ঞঃ অস্মি** (সকল বেত্তা আসম্—আমি সর্বজ্ঞ); ● **ইতি** (এবম্—এই ভাবনায়); ● **মম** (মে—আমার); ● **মনঃ** (চিত্তম্—মন); ● **অবলিপ্তমভবৎ** (গর্ভযুক্তম্ জাতম্—গর্বিত ছিল); ● **যদা** (যস্মিন্—যখন); ● **বুধজনসকাশাৎ** (পণ্ডিতসংস্পর্শাৎ— পণ্ডিতদের সংস্পর্শে); ● **কিঞ্চিৎ** কিঞ্চিৎ (সামান্যং সামান্যং—কিছু কিছু); ● **অবগতম্** (জানামি স্ম—জানলাম); ● **তদা** (তস্মিন্ সময়ে—তখন); ● **মূর্খঃ অস্মি** (জ্ঞানরহিতঃ অস্মি—আমি মূর্খ); ● **ইতি মে** (মম—আমার); ● **মদঃ** (গর্বঃ—অহঙ্কার); ● **জ্বর ইব** (জ্বরতুল্য—জ্বরের মতো); ● **ব্যপগতঃ** (নষ্টঃ—নষ্ট হল)।

বঙ্গানুবাদ

যখন আমি অল্প জ্ঞান লাভ করেছিলাম তখন মদমত্ত হস্তীর মতো অভিমানে অন্ধ হয়ে সর্বজ্ঞ এই ভাবনায় আমার মন গর্বিত ছিল। কিন্তু যখন পণ্ডিতদের সংস্পর্শে কিছু কিছু জানলাম তখন বুঝতে পারলাম আমি মূর্খ এবং তখন আমার অহংকার জ্বরের মতো নষ্ট হল।

সংস্কৃত টীকা

মদেন অন্ধ: মদান্ধ:। যোগ্যাযোগ্যবিচারশূন্য ইত্যর্থ:। যতস্তদা পরমার্থতোল্পজ্ঞোঽপি সর্বজ্ঞোঽস্মীতি কৃতমতে: মম মনোঽবলিপ্তং গর্বিতমভবত্। বুধজন: পণ্ডিতো ভিষগ্বরশ্চ। প্রতিদিনমল্পাল্পজ্ঞানং ভেষজং চ। তদাহং বস্তুতো মূর্খ ইতি লব্ধপ্রতীতে: মম মদ: ব্যপগত: সুতরাং নির্গত:। মদস্য জ্বরবৎসর্বাঙ্গবিকারকারিত্বাৎসাম্যম্। আচার্যবান্পুরুষো বেদ ইতি শাস্ত্রাদ্গুরোর্যথাবিধ্যুপলব্ধং জ্ঞানমেব বিনয়াদিহেতুরিতি ভাব:। শিখরিণীবৃত্তম্।

অধ্যাপনা

কোন্‌টি যোগ্য বা করণীয়, কোন্‌টি অযোগ্য বা অকরণীয় এই বিচার করার ক্ষমতা যার থাকে না তাকে অজ্ঞ বলে। টীকাকার এম. আর. কালে বিদ্বান বা পণ্ডিত ব্যক্তিকে চিকিৎসকের সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রতিদিন অল্প অল্প ঔষধ খেলে যেমন রোগ বিনষ্ট হয় তেমনি বিদ্বানের কাছ থেকে প্রতিদিন অল্প অল্প তত্ত্বকথা জানলে অজ্ঞানরূপ জ্বর নষ্ট হয়। জ্বর হলে যেমন মানুষের সমস্ত অঙ্গ বিকারযুক্ত হয় তেমনি অহংকার মানুষের বুদ্ধিকে বিকারগ্রস্ত করে সমস্ত শরীরকে বিকৃত করে। তাই মদ বা অহংকারের সঙ্গে জ্বরের তুলনা করা হয়েছে।

ছন্দঃ

শিখরিণীবৃত্তমিতি, তল্লক্ষণং হি—'রসৈর্রুদ্রশ্ছিন্না যমনসভলাগঃ শিখরিণী' ইতি।

ব্যাকরণ

◗ **মদেন অন্ধঃ**—মদান্ধঃ (তৃতীয়া-তৎপুরুষঃ)। ◗ **সর্বং জানাতি যঃ সঃ**—সর্বজ্ঞঃ (উপপদ-তৎপুরুষঃ), সর্বপূর্বকাৎ জ্ঞাধতোঃ উত্তরম্ 'আতোনুপসর্গে কঃ' ইতি সূত্রেণ কপ্রত্যয়ঃ।

Scanned by CamScanner

শ্লোক-৯

মূল

কৃমিকুলচিতং লালাক্লিন্নং বিগন্ধি জুগুপ্সিতং
নিরুপমরসং প্রীত্যা খাদন্নরাস্থি নিরামিষম্।
সুরপতিমপি শ্বা পার্শ্বস্থং বিলোক্য ন শঙ্কতে
ন হি গণয়তি ক্ষুদ্রো জন্তুঃ পরিগ্রহফল্গুতাম্।।

বঙ্গলিপি

কৃমিকুলচিতং লালাক্লিন্নং বিগন্ধি জুগুপ্সিতং
নিরুপমরসং প্রীত্যা খাদন্নরাস্থি নিরামিষম্।
সুরপতিমপি শ্বা পার্শ্বস্থং বিলোক্য ন শঙ্কতে
ন হি গণয়তি ক্ষুদ্রো জন্তুঃ পরিগ্রহফল্গুতাম্।।

অন্বয় বা গদ্যরূপ পাঠ

কৃমিকুলচিতং লালাক্লিন্নং বিগন্ধি জুগুপ্সিতং নিরামিষং নিরুপমরসং নরাস্থি প্রীত্যা খাদন্ শ্বা পার্শ্বস্থং সুরপতিমপি বিলোক্য ন শঙ্কতে। ক্ষুদ্রো জন্তুঃ পরিগ্রহফল্গুতা ন হি গণয়তি।

সংস্কৃত ও বাংলা শব্দার্থ

● **কৃমিকুলচিতং** (কীটসমষ্টিবিশিষ্টং—অনেক কৃমিযুক্ত); ● **লালাক্লিন্নং** (মুখস্থরসক্লেদ্যং—লালাযুক্ত); ● **বিগন্ধি** (দুর্গন্ধযুক্তং—দুর্গন্ধযুক্ত); ● **জুগুপ্সিতং** (ঘৃণাস্পদং—ঘৃণার যোগ্য); ● **নিরামিষং** (মাংসবিহীনং—মাংসবিহীন); **নিরুপমরসং** (রসরহিতং—রসরহিত); ● **নরাস্থি** (মানবাস্থি—মানুষের হাড়); ● **প্রীত্যা খাদন্** (তৃপ্ত্যা ভোজনরতঃ—তৃপ্তিপূর্বক ভোজনরত); ● **শ্বা** (কুক্কুরঃ—কুকুর); ● **পার্শ্বস্থং** (সমুখস্থং—সম্মুখস্থ); ● **সুরপতিমপি** (দেবমুখ্যং—দেবরাজ ইন্দ্রকেও); ● **বিলোক্য** (অবলোক্য—দেখে); ● **ন শঙ্কতে** (ন সমীহতে —তোয়াজ করে না); ● **ক্ষুদ্রো** (স্বার্থপরায়ণঃ—স্বার্থপরায়ণ নীচ); ● **জন্তুঃ** (মানবঃ—মনুষ্য); ● **পরিগ্রহফল্গুতা** (প্রাপ্তপদার্থাসারতাং—যে পদার্থকে নিজের বলে মনে করে তার অবগুণগুলি); ● **ন হি গণয়তি** (নিশ্চয়েন ন বিচারয়তি—নিশ্চিতভাবে বিচার করে না)।

বঙ্গানুবাদ

অনেক কৃমিযুক্ত, লালাযুক্ত, দুর্গন্ধযুক্ত, ঘৃণার যোগ্য, মাংসবিহীন, রসরহিত মানুষের হাড় তৃপ্তিপূর্বক ভোজনরত কুকুর যেমন নিজের সম্মুখস্থ দেবরাজ ইন্দ্রকেও দেখে তোয়াজ করে না। তেমনি স্বার্থপরায়ণ নীচ মনুষ্য যে পদার্থকে নিজের বলে মনে করে তার অবগুণগুলি নিশ্চিতভাবে বিচার করে না।

সংস্কৃত টীকা

কৃমীণাং কুলৈঃ সমূহৈঃ চিত্তং ব্যাপ্তম্। বিগন্ধি বিস্রগন্ধি বিশব্দস্য পূতিপর্যায়ন্তে 'গন্ধস্যেদুৎপূতি..... (পা. ৫. ৪. ১৩৪) ইত্যাদিনা ইকারান্তাদেশঃ। যদ্বা বি বিরুদ্ধঃ গন্ধো বিগন্ধঃ সোঽস্যাস্তীতি বিগন্ধি। জুগুপ্সিতম্ উদ্বেগকরং নিরামিষং নির্মাংসং নরাস্থি। লালয়া সৃণিকয়া ক্লিন্নমাদ্রম্। নিরুপমো রসো যস্মিন্ কর্মণি তদ্যথা তথা। রসপ্রত্যেতি পাঠে প্রীতিঃ রসপ্রীতিঃ। নির্গতা উপমা যস্যাঃ সা নিরুপমা, নিরুপমা যা রসপ্রীতিঃ

Scanned by CamScanner

তথা। খাদন্ পার্শ্বস্থং নিকটস্থমিন্দ্রমপি বিলোক্য ন শঙ্কতে লজ্জতে। তৎকর্ম ন জহাতি। পরিগ্রহস্য স্বীকৃতবস্তুনঃ কল্গুতাং তুচ্ছত্বং ন গণয়তি, মনসি করোতীত্যর্থঃ। অত্রপ্রস্তুতশ্চবৃত্তকথনাত্প্রস্তুতমূর্খজনবৃত্তেঃ প্রতীত্যা অপ্রস্তুতপ্রশংসালঙ্কারঃ। অর্থান্তরন্যাসশ্চেত্যুভয়োঃ সঙ্করঃ। হরিণীবৃত্তম্।

অধ্যাপনা

আলোচ্য শ্লোকে গ্রন্থকার মূর্খব্যক্তি অনেক কৃমিযুক্ত, লালাযুক্ত, দুর্গন্ধযুক্ত, ঘৃণার যোগ্য, মাংসবিহীন, রসরহিত মানুষের হাড় তৃপ্তিপূর্বক ভোজনরত কুকুরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ভোজনরত কুকুর যেমন নিজের সম্মুখস্থ দেবরাজ ইন্দ্রকেও দেখে তোয়াজ করে না। তেমনি স্বার্থপরায়ণ নীচ মনুষ্য যে পদার্থকে নিজের বলে মনে করে তার অবগুণগুলি বিচার করে না। অলোচ্যশ্লোকের অলংকারের বিষয়টি বিশেষকরে এম. আর. কালে মহোদয় আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন এখানে অপ্রস্তু কুকুরের বৃত্ত কথনথেকে প্রস্তুত মূর্খজনের বৃত্তি প্রতীত হওয়ায় অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলংকার হয়েছে; আবার কুকুরের তৃপ্তিপূর্বক ভোজনরূপ সামান্যের দ্বারা মূর্খের অবগুণের অবিচাররূপ বিশেষের সমর্থনের ফলে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার হয়েছে।

ছন্দঃ ও অলংকার

হরিণীবৃত্তমিতি, তল্লক্ষণং হি—'নসমরসলা গঃ ষড়্ভৈর্হয়ৈর্হরিণী মতা' ইতি। অপ্রস্তুতপ্রশংসার্থান্তরন্যাসয়োঃ সঙ্করালঙ্কারঃ।

ব্যাকরণ

কৃমিকুলচিতম্—কৃমীনাং কুলম্ কৃমিকুলম্ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ), কৃমিকুলৈঃ চিতম্ (তৃতীয়া-তৎপুরুষঃ)। **পরিগ্রহফল্গুতাম**—পরিগ্রহস্য ফল্গুতা, তাম্ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ)। **বিগন্ধি**—বি বিরুদ্ধঃ গন্ধঃ-বিগন্ধঃ (কর্মধারয়ঃ) বিগন্ধঃ অস্যাস্তীতি বিগন্ধি ইনিপ্রত্যয়ঃ। **নিরুপমরসম্**—নিরুপমো রসো যস্মিন্ তৎ (বহুব্রীহিঃ)।

শ্লোক-১০

মূল

শিরঃ শার্বং স্বর্গাত্পশুপতিশিরস্তঃ ক্ষিতিধরং
মহীধ্রাদুত্তঙ্গাদবনিমবনৈশ্চাপি জলধিয়ম্।
অধোধো গঙ্গেয়ং পদমুপগতা স্তোকমথবা
বিবেকভ্রষ্টানাং ভবতি বিনিপাতঃ শতমুখঃ।।

বঙ্গলিপি

শিরঃ শার্বং স্বর্গাৎপশুপতিশিরস্তঃ ক্ষিতিধরং
মহীধ্রাদুত্তঙ্গাদবনিমবনৈশ্চাপি জলধিয়ম্।
অধোধো গঙ্গেয়ং পদমুপগতা স্তোকমথবা
বিবেকভ্রষ্টানাং ভবতি বিনিপাতঃ শতমুখঃ।।

অন্বয় বা গদ্যরূপ পাঠ

স্বর্গাৎ গঙ্গা শার্বং শিরঃ, শিরসঃ তৎক্ষিতিধরম্ উত্তুঙ্গাৎ মহীধ্রাৎ অবনিম্, চ অবনেঃ অপি জলধিম্। ইয়ং গঙ্গা অধঃ অধঃ স্তোকং পদমুপগতা। অথবা বিবেকভ্রষ্টানাং বিনিপাতঃ ভবতি।

Scanned by CamScanner

সংস্কৃত ও বাংলা শব্দার্থ

● **স্বর্গাৎ** (দেবলোকাৎ—স্বর্গ থেকে); ● **গঙ্গা** (ভাগীরথী—ভাগীরথী); ● **শার্বং** (শঙ্করীয়ং—শঙ্করের); ● **শিরঃ**(মস্তকং—মাথাকে); ● **শিরসঃ**(মস্তকাৎ—মাথা থেকে); ● **তৎক্ষিতিধরম্**(সাহিমালয়ং—তাহিমালয়কে); ● **উত্তুঙ্গাৎ** (অত্যুচ্চাৎ—অত্যুচ্চ); ● **মহীধ্রাৎ** (পর্বতাৎ—হিমালয় থেকে); ● **অবনিম্** (ধরাং—পৃথিবীকে); ● **চ** (তথা—এবং); ● **অবনেঃ** (পৃথিবীতঃ—পৃথিবী থেকে); ● **অপি জলধিম্** (সাগরমপি—সাগরকেও); ● **ইয়ং** (এতাদৃশী—এই); ● **গঙ্গা** (ভাগীরথী—গঙ্গা); ● **অধঃ অধঃ** (ক্রমেণ নীচৈঃ নীচৈঃ—নীচে নীচে); ● **স্তোকং** (তুচ্ছং—তুচ্ছ); ● **পদমুপগতা** (স্থানং গচ্ছতি—স্থান প্রাপ্ত হয়); ● **অথবা** (কিম্বা—অথবা); ● **বিবেকভ্রষ্টানাং** (সদসদ্বিচাররহিতানাং—ন্যায় অন্যায় বিচাররহিতদের); ● **বিনিপাতঃ** (অধঃপতনং—অধঃপতন); ● **ভবতি** (জায়তে—হয়)।

বঙ্গানুবাদ

স্বর্গ থেকে ভাগীরথী শঙ্করে মাথাকে প্রাপ্ত হয় মাথা তা হিমালয়কে প্রাপ্ত হয়, অত্যুচ্চ হিমালয় থেকে পৃথিবীকে প্রাপ্ত হয় এবং পৃথিবী থেকে সাগরকেও প্রাপ্ত হয়। এই ভাগীরথী নীচে নামতে নামতে তুচ্ছ স্থান প্রাপ্ত হয়। অথবা ন্যায় অন্যায় বিচাররহিতদের অধঃপতন হয়।

সংস্কৃত টীকা

ইয়ং গঙ্গা স্বর্গাত্ শার্বস্য শিবস্যেদং শার্বং শিরঃ উপগতা। পশূনাং জীবানাং পতিঃ পশুপতিঃ ঈশ্বরস্তস্য শিরস্তস্মাত্। ক্ষিতিধরং হিমাচলম্। মহী ধরতীতি মহীধ্রঃ। মূলবিভুজত্বদিত্ব। ত্কপ্রত্যয়ঃ উত্গঙ্গাদুন্নতাত্। এবমিয গঙ্গা অধোধো গচ্ছতী স্তোকমল্পং নীচমিত্যর্থঃ। পদমুপগতা। অথবা বিবেকভ্রষ্টানাং সদসদ্বিচারচ্যুতানাম্। শতমুখো বহুপ্রকারঃ। পুরা কিল ভগীরথো নাম রাজা পিতুরশ্বমেধী যাশ্বান্বেষণকমেণ পাতালমুপগতান্ অয়মেবাশ্বাপহারীতি কৃতাবস্কন্দনেন মহর্ষিণা কপিলেন হুঙ্কারমাত্রেণ দগ্ধান্ সগরসুতান্ আত্মনঃ প্রপিতা মহান্ সুরলোকাদ্গঙ্গায়া অবতরণং কারয়িত্বা তস্যা জলেনোদদীধরদিতি কথাত্রানুসন্ধে অত্রৈকস্যা গঙ্গায়া অনেকস্মিন্নাধারেবস্থিতেঃ পর্যায়াখ্যোলংকারঃ। চতুর্থপাদেথান্তরন্যাসশ্চ। শিখরিণীবৃত্তম্।

অধ্যাপনা

বিবেকশূন্য মনুষ্যের অনেক প্রকার পতন হতে পারে। বিবেকশূন্য ব্যক্তি কখনোই উচ্চপদ লাভ করে না। আলোচ্য ক্ষেত্রে গঙ্গার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। গঙ্গা প্রথমে স্বর্গ থেকে ভগবান মহেশ্বরের মস্তকে পতিত হয়। তারপর মহেশ্বরের মস্তক থেকে পর্বতে এবং পর্বত থেকে পৃথিবীতে পতিত হয়। এই একই ক্রমে নীচ থেকে নীচে পতিত হয়। এমনকি বিবেকশূন্য ব্যক্তি নীচে পতিত হওয়ার একশত উপায় অনুসন্ধান করে অধঃপতিত হয়। তাই সকল মানুষেরই বিবেকশালী হওয়া উচিৎ।

ছন্দঃ ও অলংকার

অত্র শিখরিণী বৃত্তম্ অর্থান্তরন্যাসঃ অলঙ্কারঃ চ।

ব্যাকরণ

▸ **শার্বম্**—শর্বস্যেদম্ ইত্যর্থে শর্বশব্দাৎ তস্যেদমিতি অণি শার্বম্ ইতি ভবতি। ▸ **ক্ষিতিধরম্**—ক্ষিতিং ধারয়তি যঃ তম (উপপদ-তৎপুরুষঃ)। ▸ **জলধিম্**—জলানি ধীয়ন্তে ইতি জলপূর্বকাৎ ধাধাতোঃ কিপ্রত্যয়ঃ ।

Scanned by CamScanner

শ্লোক-১১

মূল

শক্যো বারয়িতুং জলেন হুতভুক্‌ছত্রেণ সূর্যতাপো
নাগেন্দ্রো নিশিতাঙ্কুশেন সমদৌ দণ্ডেন গোগর্দভৌ।
ব্যাধির্ভেষজসংগ্রহৈশ্চ বিবিধৈর্মন্ত্রপ্রয়োগৈর্বিষং
সর্বস্যৌষধমস্তি শাস্ত্রবিহিতং মূর্খস্য নাস্ত্যৌষধম্।।

বঙ্গলিপি

শক্যো বারয়িতুং জলেন হুতভুক্‌ছত্রেণ সূর্যতাপো
নাগেন্দ্রো নিশিতাঙ্কুশেন সমদৌ দণ্ডেন গোগর্দভৌ।
ব্যাধির্ভেষজসংগ্রহৈশ্চ বিবিধৈর্মন্ত্রপ্রয়োগৈর্বিষং
সর্বস্যৌষধমস্তি শাস্ত্রবিহিতং মূর্খস্য নাস্ত্যৌষধম্।।

অন্বয় বা গদ্যরূপ পাঠ

জলেন হুতভুক্ বারয়িতুং শক্যঃ, ছত্রেণ সূর্যতাপঃ, নিশিতাঙ্কুশেন নাগেন্দ্রঃ, দণ্ডেন সমদৌ গোগর্দভৌ, ভেষজসংগ্রহৈঃ ব্যাধিঃ, বিবিধৈঃ মন্ত্রপ্রয়োগৈশ্চ বিষম্। সর্বস্য শাস্ত্রবিহিতম্ ঔষধমস্তি, মূর্খস্য ঔষধং নাস্তি।

সংস্কৃত ও বাংলা শব্দার্থ

● **জলেন** (বারিণা—জল দ্বারা); ● **হুতভুক্** (অগ্নিঃ—অগ্নি); ● **বারয়িতুং শক্যঃ** (নিবারয়িতুং যোগ্যঃ—প্রশমিত করা যায়); ● **ছত্রেণ** (আতপত্রেণ—ছত্র দ্বারা); ● **সূর্যতাপঃ** (রবিতেজঃ—রৌদ্রের তাপ); ● **নিশিতাঙ্কুশেন** (তীক্ষ্ণাস্ত্রেণ—তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ দ্বারা); ● **নাগেন্দ্রঃ** (গজপতিঃ—গজপতিকে); ● **দণ্ডেন** (লগুড়েন—দণ্ডের দ্বারা); ● **সমদৌ** (মদমত্তৌ—মদমত্ত); ● **গোগর্দভৌ** (বৃষগর্দভৌ—বৃষ ও গর্দভকে); ● **ভেষজসংগ্রহৈঃ** (পথ্যপ্রয়োগৈঃ—ঔষধ সেবনের দ্বারা); ● **ব্যাধিঃ** (রোগঃ—ব্যাধি); ● **বিবিধৈঃ মন্ত্রপ্রয়োগৈশ্চ** (বিভিন্নমন্ত্রোচ্চারণৈঃ—বিবিধ মন্ত্রপ্রয়োগের দ্বারা); ● **বিষম্** (গরলম্—বিষ); ● **সর্বস্য** (সমেষাং—এই সকলের); ● **শাস্ত্রবিহিতম্** (শাস্ত্রসম্মতং—শাস্ত্রসম্মত); ● **ঔষধমস্তি** (পথ্যমস্তি—ঔষধ আছে); ● **মূর্খস্য** (বিবেকশূন্যস্য—মূর্খের); ● **ঔষধং** (পথ্যং—ঔষধ); ● **নাস্তি** (ন বিদ্যতে—নেই)।

বঙ্গানুবাদ

জল দ্বারা অগ্নি প্রশমিত করা যায়, ছত্র দ্বারা রৌদ্রের তাপ, তীক্ষ্ণ অঙ্কুশের দ্বারা গজপতিকে, দণ্ডের দ্বারা মদমত্ত বৃষ ও গর্দভকে, ঔষধ সেবনের দ্বারা ব্যাধি, বিবিধ মন্ত্রপ্রয়োগের দ্বারা বিষকে প্রশমিত করা যায়। এই সকলের শাস্ত্রসম্মত ঔষধ আছে, মূর্খের ঔষধ নেই।

সংস্কৃত টীকা

হুতং ভুনক্তীতি হুতভুগিতি ব্যুৎপত্ত্যা বৈদিকাগ্নিপরোপ্যয়ং শব্দোঽত্র লৌকিকাগ্নিপরঃ। নিশিতশ্চাসৌ অঙ্কুশশ্চ তেন। ভেষজমৌষধম্। সংগ্রহেণেতি পাঠে যথাবদ্‌গ্রহণেন। মন্ত্রাশ্চ প্রয়োগাশ্চ তৈঃ। তদুক্তং—তচ্ছান্তিরৌষধৈর্দানৈর্জপহোমসুরার্চনৈঃ। শার্দূলবিক্রীডিতং বৃত্তম্।

Scanned by CamScanner

অধ্যাপনা

আলোচ্যশ্লোকের এম. আর. কালে মহোদয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত যে গ্রন্থ তাতে 'নাগেন্দ্রো নিশিতাঙ্কুশেন সমদৌ দণ্ডেন গোগর্দভৌ' এই পাঠ পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে সমদৌ পদটি গোগর্দভৌ এর বিশেষণ হিসেবে ধরতে হবে। অর্থ হবে মদমত্ত গোগর্দভকে। কিন্তু কোনো কোনো গ্রন্থে 'নাগেন্দ্রো নিশিতাঙ্কুশেন সমদো দণ্ডেন গোগর্দভৌ' এই পাঠ পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে সমদো পদটি নাগেন্দঃ এর বিশেষণ হিসেবে ধরতে হবে। অর্থ হবে মদমত্ত হস্তীকে। তবে শাস্ত্র ও কাব্যাদিতে মদমত্ত হস্তীর কথাই পাওয়া যায়। যুদ্ধে যে সব হস্তী ব্যবহৃত হত তাদের শরীর থেকে মদবারি নিঃসৃত হত। যেমন কিরাতার্জুনীয়ম্ কাব্যের প্রথম সর্গে মদমত্ত হস্তীর উল্লেখ পাওয়া যায়। গোগর্দভের ক্ষেত্রে মদমত্ততার উল্লেখ তেমন প্রসিদ্ধ নয়।

ছন্দঃ

শার্দূলবিক্রীড়িতং বৃত্তং, তল্লক্ষণং হি 'সূর্যাশ্বৈর্মসজস্ততাঃ সগুরবঃ শার্দূলবিক্রীড়িতম্ ইতি।

ব্যাকরণ

- **হুতভুক্**—হুতং ভুনক্তি যঃ (উপপদ-তৎপুরুষঃ), হুতপূর্বকাৎ ভুজ্‌ধাতোঃ ক্বিপ্‌প্রত্যয়েন হুতভুক্।
- **গোগর্দভৌ**—গৌশ্চ গর্দভশ্চ (ইতরেতর দ্বন্দ্বঃ)। - **নিশিতাঙ্কুশেন**—নিশিতঅঙ্কুশং তেন (কর্মধারয়ঃ)।

শ্লোক-১২

মূল

সাহিত্যসঙ্গীতকলাবিহীনঃ সাক্ষাৎপশুঃ পুচ্ছবিষাণহীনঃ।
তৃণং ন খাদন্নপি জীবমানস্তদ্ভাগধেয়ং পরমং পশূনাম্।।

বঙ্গলিপি

সাহিত্যসঙ্গীতকলাবিহীনঃ সাক্ষাৎপশুঃ পুচ্ছবিষাণবিহীনঃ।
তৃণং ন খাদন্নপি জীবমানস্তদ্ভাগধেয়ং পরমং পশূনাম্।।

অন্বয় বা গদ্যরূপ পাঠ

সাহিত্যসঙ্গীতকলাবিহীনঃ পুচ্ছবিষাণবিহীনঃ সাক্ষাৎ পশুঃ। তৃণং ন খাদন্নপি জীবমানঃ ইতি যৎ তৎ পশূনাং পরমং ভাগধেয়ম্।

সংস্কৃত ও বাংলা শব্দার্থ

- **সাহিত্যসঙ্গীতকলাবিহীনঃ** (কাব্যগীতকলাজ্ঞানহীনঃ—সাহিত্য, সঙ্গীত ও কলাদিবিষয়ে জ্ঞানহীন ব্যক্তি); - **পুচ্ছবিষাণবিহীনঃ** (লাঙ্গুলশৃঙ্গহীনঃ—লাঙ্গুল ও শৃঙ্গহীন); - **সাক্ষাৎ** (মূর্তিমান্—সাক্ষাৎ); - **পশুঃ** (জন্তুঃ—পশু); - **তৃণং** (ঘাসং—ঘাস); - **ন** (না); = **খাদন্নপি** (ভক্ষন্নপি—ভক্ষণ করেও); - **জীবমানঃ** (প্রাণবিশিষ্টঃ—জীবিত থাকে); - **ইতি যৎ তৎ** (ইতি তত্ত্বং—এই বিষয়টি); - **পশূনাং** (পাশবগুণবিশিষ্টাণাং—পশুদের); - **পরমং** (অত্যন্তং—পরম); - **ভাগধেয়ম্** (সৌভাগ্যসূচকম্—সৌভাগ্যের সূচনা করে)।

Scanned by CamScanner

বঙ্গানুবাদ

সাহিত্য, সঙ্গীত ও কলাদিবিষয়ে জ্ঞানহীন ব্যক্তি লাঙ্গুল ও শৃঙ্গহীন সাক্ষাৎ পশু। তৃণং ঘাস না ভক্ষণ করেও জীবিত থাকে এই বিষয়টি পশুদের পরমভাগধেয় সৌভাগ্যের সূচনা করে।

সংস্কৃত টীকা

সাহিত্যং চ সঙ্গীতং চ কলাশ্চ তাভির্বিহীনঃ। গীতং বাদ্যং নর্তনং চ ত্রিভিঃ সঙ্গীতমুচ্যতে। যদ্বা সঙ্গীতস্য কলা সঙ্গীতকলা। সাহিত্যং চ সঙ্গীতকলা চ তাভ্যাং বিহীনঃ। বিষাণং শৃঙ্গম্। জীবমানঃ জীবতানি তচ্ছীলঃ। তাচ্ছীল্যবয়োবচনশক্তিষু চানশ্। বৃত্তমুপজাতিঃ। অলঙ্কারো রূপকভেদঃ।

অধ্যাপনা

আলোচ্য শ্লোকে সাহিত্য, সঙ্গীত ও কলাদিবিষয়ে জ্ঞানহীন ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ পশুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গীত, বাদ্য, ও নৃত্য তিনটির গ্রহণ হয়েছে সঙ্গীতশব্দের দ্বারা। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন এই সমস্ত বিষয়ে পশু আর মানুষের কোনো ভেদ নেই। কেবলমাত্র ধর্মই মানুষকে পশুর থেকে পৃথক করে। তাই বলা হয়েছে—

'আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্মো হি তেষাং বিহিতো বিশেষো ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।।

ছন্দঃ ও অলংকার

অত্র উপজাতিবৃত্তম্। যত্র শ্লোকচরণেষু ইন্দ্রবজ্রোপেন্দ্রবজ্রয়োঃ সংমিশ্রণং ভবতি তত্র উপজাতিবৃত্তং জ্ঞেয়ম্। রূপকমলংকারঃ।

ব্যাকরণ

▸ **সাহিত্যসঙ্গীতকলাবিহীনঃ**—সাহিত্যং চ সঙ্গীতং চ কলাশ্চ-সাহিত্যসঙ্গীতকলাঃ (ইতরেতর দ্বন্দ্ব), তাভিঃ বিহীনঃ (তৃতীয়া-তৎপুরুষঃ), অথবা সঙ্গীতস্য কলা সঙ্গীতকলা (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ), সাহিত্যং চ সঙ্গীতকলা চ সাহিত্যসঙ্গীতকলে (দ্বন্দ্ব-সমাসঃ) সাহিত্যসঙ্গীতকলাভ্যাং বিহীনঃ (তৃতীয়া-তৎপুরুষঃ)। ▸ **পুচ্ছবিষাণবিহীনঃ**—পুচ্ছং চ বিষাণং চ (দ্বন্দ্ব-সমাসঃ), তৈঃ বিহীনঃ (তৃতীয়া-তৎপুরুষঃ)। ▸ **জীবমানঃ**—জীব্ধাতোঃ চানশি পুংসি প্রথমৈকবচনে জীবমানঃ ইতি সিদ্ধ্যতি।

শ্লোক-১৩

মূল

যেষাং ন বিদ্যা ন তপো ন দানং জ্ঞানং ন শীলং ন গুণো ন ধর্মঃ।
তে মর্ত্যলোকে ভুবি ভারভূতা মনুষ্যরূপেণ মৃগাশ্চরন্তি।।

বঙ্গলিপি

যেষাং ন বিদ্যা ন তপো ন দানং জ্ঞানং ন শীলং ন গুণো ন ধর্মঃ।
তে মর্ত্যলোকে ভুবি ভারভূতা মনুষ্যরূপেণ মৃগাশ্চরন্তি।।

Scanned by CamScanner

অন্বয় বা গদ্যরূপ পাঠ

যেষাং বিদ্যা ন, তপো ন, দানং ন, জ্ঞানং ন, শীলং ন (নেই), গুণঃ ন, তে ভুবি ভারভূতাঃ চ মৃগাঃ মনুষ্যরূপেণ মর্ত্যলোকে চরন্তি।

সংস্কৃত ও বাংলা শব্দার্থ

● **যেষাং** (যাদৃশানাং—যাদের); ● **বিদ্যা ন** (শাস্ত্রজ্ঞানং নাস্তি—বিদ্যা নেই); ● **তপো ন** (তপশ্চরণং নাস্তি—তপশ্চরণ নেই); ● **দানং** (প্রদানস্বভাবঃ—দান); ● **ন** (নাস্তি—নেই); ● **জ্ঞানং** (শাস্ত্রপরিশীলিতা বুদ্ধিঃ—শাস্ত্রাদির দ্বারা পরিশীলিত বুদ্ধি); ● **ন** (নাস্তি—নেই); ● **শীলং** (সচ্চরিত্রং—সচ্চরিত্র); ● **ন** (নাস্তি—নেই); ● **গুণঃ** (সদ্গুণঃ—সদ্গুণ); ● **ন** (নাস্তি—নেই); ● **তে** (তাদৃশাঃ জনাঃ—তারা); ● **ভুবি** (ধরায়াং—পৃথিবীতে); ● **ভারভূতাঃ** (ভারস্বরূপাঃ—ভারস্বরূপ); ● **চ** (উত—এবং); ● **মৃগাঃ** (পশবঃ—পশুতুল্য); ● **মনুষ্যরূপেণ** (মানবরূপেণ—মানুষরূপে); ● **মর্ত্যলোকে** (মনুষ্যসমাজে—মনুষ্যসমাজে); ● **চরন্তি** (বিচরন্তি—বিচরণ করে)।

বঙ্গানুবাদ

যাদের বিদ্যা নেই, তপশ্চরণ নেই, দান নেই, শাস্ত্রাদির দ্বরা পরিশীলিত বুদ্ধি নেই, সচ্চরিত্র নেই, সদ্গুণ নেই, তারা পৃথিবীতে ভারস্বরূপ এবং পশুতুল্য তারা মানুষরূপে মনুষ্যসমাজে বিচরণ করে।

সংস্কৃত টীকা

বিদ্যন্ত্যনয়া ইতি বিদ্যা মীমাংসাদি:। তপ: কৃচ্ছ্রাদি কর্ম চ ইত্যমর:। ভারা ভূতা ভারভূতা:। সুপসুপেতি সমাস:। মর্ত্যলোকে চরন্তি। উপজাতিশ্ছন্দ:।

অধ্যাপনা

আলোচ্য শ্লোকে কবি মনুষ্যজীবনের কয়েকটি অমূল্য সম্পদের উল্লেখ করে সেই সম্পদরহিত ব্যক্তির নিন্দা করেছেন। মানবজীবনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হল বিদ্যা। 'বিদ্যারত্নং মহাধনম্' এই উক্তি এক্ষেত্রে প্রমাণ। শীতোষ্ণের দ্বন্দ্ব অথবা সুখদুঃখের দ্বন্দ্ব সহ্য করাই হল তপস্যা। অমরকোষেও তাই কৃচ্ছ্রসাধন কর্মকে তপস্যা বলা হয়েছে। তপস্যা করলে মানবের দেহমন শুদ্ধ হয় পূর্ব পূর্ব জন্মের অশুভ কর্মফল বিনষ্ট হয়। জীব মুক্তি লাভ করে। মানবজীবনের অপর সম্পদ হল দান। শ্রদ্ধাপূর্বক সৎপাত্রে দান করলে পুণ্যলাভ হয়। মানবজীবনের আর একটি সম্পদ হল শাস্ত্রের নিয়ম মেনে অর্জিত জ্ঞান। শাস্ত্রাদির দ্বারা পরিশীলিত বুদ্ধি মানুষকে সদসদবিচার করতে শেখায় এবং তাকে মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। মানবজীবনের আরও দুটি সম্পদ হল সচ্চরিত্র ও সদ্গুণ। এগুলিও মানুষকে সাধারণ মানুষ থেকে মহাপুরুষ করে। কিন্তু যাদের বিদ্যা নেই, তপশ্চরণ নেই, দান নেই, শাস্ত্রাদির দ্বারা পরিশীলিত বুদ্ধি নেই, সচ্চরিত্র নেই, সদ্গুণ নেই, তারা পৃথিবীতে ভারস্বরূপ এবং পশুতুল্য তারা মানুষরূপে মনুষ্যসমাজে বিচরণ করে।

ছন্দঃ

অত্র উপজাতিবৃত্তম্। যত্র শ্লোকচরণেষু ইন্দ্রবজ্রোপেন্দ্রবজ্রয়োঃ সংমিশ্রণং ভবতি তত্র উপজাতিবৃত্তং জ্ঞেয়ম্।

ব্যাকরণ

◗ **মর্ত্যলোকে**—মর্ত্যানাং লোকঃ তস্মিন্ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ)। ◗ **চরন্তি**—চর্ ধাতোঃ লটি প্রথমপুরষৈকবচনে চরন্তি ইতি। ◗ **ভারভূতাঃ**—ভারাঃ ভূতাঃ (সুপ্সুপা-সমাসঃ)।

Scanned by CamScanner

শ্লোক-১৪

মূল

বরং পর্বতদুর্গেষু ভ্রান্তং বনচরৈ: সহ।
ন মূর্খজনসম্পর্ক: সুরেন্দ্রভবনেষ্বপি।।

বঙ্গালিপি

বরং পর্বতদুর্গেষু ভ্রান্তং বনচরৈঃ সহ।
ন মূর্খজনসম্পর্কঃ সুরেন্দ্রভবনেষ্বপি।।

অন্বয় বা গদ্যরূপ পাঠ

পর্বতদুর্গেষু বনচরৈঃ সহ ভ্রান্তং বরম্ সুরেন্দ্রভবনেষ্বপি মূর্খজনসম্পর্কঃ ন।

সংস্কৃত ও বাংলা শব্দার্থ

● **পর্বতদুর্গেষু** (গিরিদুর্গেষু—পর্বতের দুর্গে); ● **বনচরৈঃ** (অরণ্যবাসিভিঃ—অরণ্যবাসীদের); ● **সহ** (সমং—সঙ্গে); ● **ভ্রান্তং** (অকারণং ভ্রমণং—বৃথা ভ্রমণ); ● **বরম্** (মনাক্প্রিয়ঃ—ভালো); ● **সুরেন্দ্রভবনেষ্বপি** (দেবরাজপ্রাসাদেষু—দেবরাজ ইন্দ্রের ভবনে); ● **মূর্খজনসম্পর্কঃ** (শাস্ত্রজ্ঞানরহিতসঙ্গালাভঃ—মূর্খের সঙ্গালাভ); ● **ন** (অকাঙ্ক্ষণীয়ঃ—নয়)।

বঙ্গানুবাদ

পর্বতের দুর্গে অরণ্যবাসীদের সঙ্গে বৃথা ভ্রমণ ভালো, কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্রের ভবনে মূর্খের সঙ্গালাভ ভালো নয়।

সংস্কৃত টীকা

পর্বাণ্যস্য সন্তীতি পর্বতা:। দু:খ্যেন গম্যতেঽত্র ইতি দুর্গম্। সুদুরোরধিকরণে ইতি উপ্রত্যয়:। ভ্রান্তং ভ্রমণম্। বনে চরন্তীতি বনচর: তৈ: সহ। অনুষ্টুপ্ ছন্দ:।

অধ্যাপনা

আগের শ্লোকগুলিতে কবি মূর্খের নিন্দা করে আলোচ্য শ্লোকে মূর্খজনের সঙ্গে সম্পর্ক বা মিত্রতার নিন্দা করেছেন। পর্বতের দুর্গে বাস ক্লেশসাধ্য, অন্যদিকে স্বর্গের স্বর্গপতি দেবরাজ ইন্দ্রের ভবনে বাস অত্যন্ত সুখদায়ক। বস্তুত স্বর্গ এমন একটি স্থান যেখানে ইচ্ছামাত্র সমস্ত বস্তু করতলগত হয়। কিন্তু সেই স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের ভবনে মূর্খের সঙ্গে বাস করার থেকে পর্বতদুর্গে ভ্রমণ করা ভালো। কেননা মূর্খের সঙ্গে মিত্রতা করলে তার সঙ্গদোষে তার শাস্ত্রনিন্দিত স্বভাবগুলিও মানবের মধ্যে চলে আসে। তাই মূর্খের সম্পর্ক সর্বদা ত্যাগ করা উচিত। অনুরূপ উক্তি পাওয়া যায় হিতোপদেশে—'ন স্থাতব্যং ন গন্তব্যং দুর্জনেন সমং ক্বচিৎ' (হিতোপদেশ-৩/২২)। মহাকবি ভারবিও কিরাতার্জুনীয়ম্ মহাকাব্যে বলেছেন—'বরং বিরোধোঽপি সমং মহাত্মভিঃ' (কিরাতার্জুনীয়ম্ ১/৬)।

ছন্দঃ ও অলংকার

অত্র ব্যতিরেকালঙ্কারঃ অনুষ্টুপ্ চ ছন্দঃ।

Scanned by CamScanner

ব্যাকরণ

▸ **বনচরৈঃ**—বনে চরন্তীতি বনচরাঃ (উপপদ-তৎপুরুষঃ) তৈঃ,বনপূর্বকাৎ চর্-ধাতোঃ চরেষ্টঃ ইতি ট-প্রত্যয়ঃ। ▸ অনুষ্টুপ্‌বৃত্তম্। ▸ **বনচরৈঃ**—ভ্রমণাৎ মূর্খসম্পর্কস্য ন্যূনতাসূচনাৎ ব্যতিরেকালঙ্কারঃ। তল্লক্ষণং কৃতং সাহিত্যদর্পণে- 'আধিক্যমুপমেয়স্য উপমানান্ন্যূনতাথবা' ইতি।

শ্লোক-১৫

অথ বিদ্বৎপদ্ধতিমারভতে

মূল

শাস্ত্রোপস্কৃতশব্দসুন্দরগিরঃ শিষ্যপ্রদেয়াগমা
বিখ্যাতাঃ কবয়ো বসন্তি বিষয়ে যস্য প্রভোর্নির্ধনাঃ।
তজ্জাড্যং বসুধাধিপস্য কবয়ো হ্যর্থং বিনাপীশ্বরাঃ
কুত্স্যা স্যুঃ কুপরীক্ষকা মণয়ো নযৈর্ঘতঃ পাতিতাঃ।।

বঙ্গালিপি

শাস্ত্রোপস্কৃতশব্দসুন্দরগিরঃ শিষ্যপ্রদেয়াগমা
বিখ্যাতাঃ কবয়ো বসন্তি বিষয়ে যস্য প্রভোর্নির্ধনাঃ।
তজ্জাড্যং বসুধাধিপস্য কবয়ো হ্যর্থং বিনাপীশ্বরাঃ
কুত্যাঃ স্যুঃ কুপরীক্ষকা মণয়ো নযৈর্ঘতঃ পাতিতাঃ।।

অন্বয় বা গদ্যরূপ পাঠ

যস্য প্রভোঃ বিষয়ে শাস্ত্রোপস্কৃতশব্দসুন্দরগিরঃ শিষ্যপ্রদেয়াগমাঃ বিখ্যাতাঃ কবয়ঃ নির্ধনাঃ বসন্তি, তৎ বসুধাধিপস্য জাড্যম্। যৈঃ মনয়ঃ অর্ঘতঃ পাতিতাঃ, তে কুপরীক্ষকাঃ কুৎস্যাঃ স্যুঃ ন মণয়ঃ। অর্থং বিনা অপি হি কবয়ঃ ঈশ্বরাঃ।

সংস্কৃত ও বাংলা শব্দার্থ

● **যস্য প্রভোঃ** (যাদৃশস্য রাজ্ঞঃ—যে রাজার); ● **বিষয়ে** (সাম্রাজ্যে—রাজ্যে); ● **শাস্ত্রোপস্কৃতশব্দসুন্দরগিরঃ** (শাস্ত্রপরিষ্কৃতশোভনবাগ্বিশিষ্টাঃ—শাস্ত্রানুসারী সুন্দরভাষণে সক্ষম); ● **শিষ্যপ্রদেয়াগমাঃ** (ছাত্রপ্রদেয়বেদাদিজ্ঞানযুক্তাঃ —শিষ্যদের প্রদানযোগ্য বেদাদিশাস্ত্রজ্ঞানবিশিষ্ট); ● **বিখ্যাতাঃ** (প্রখ্যাতাঃ —বিখ্যাত); ● **কবয়ঃ** (কাব্যরচনকুশলাঃ —কবিগণ); ● **নির্ধনাঃ** (সম্পদ্রহিতাঃ—ধনহীন অবস্থায়); ● **বসন্তি** (তিষ্ঠন্তি—বাস করেন); ● **তৎ** (তাদৃশ্যবস্থা —এই বিষয়টি); ● **বসুধাধিপস্য** (নৃপস্য—রাজার); ● **জাড্যম্** (মূর্খত্বম্—মূর্খতার পরিচায়ক); ● **যৈঃ** (যাদৃশৈঃ —যারা); ● **মনয়ঃ** (রত্নবিশেষাঃ—মণিসমূহের); ● **অর্ঘতঃ** (বাস্তমূল্যতঃ—বাস্তবমূল্য থেকে); ● **পাতিতাঃ** (স্বল্পতাং নীতাঃ—কম নির্ধারণ করেন); ● **তে** (তাদৃশাঃ —সেই); ● **কুপরীক্ষকাঃ** (অবিবেকিনঃ—কুপরীক্ষকগণ); ● **কুৎস্যাঃ** (নিন্দনীয়াঃ—নিন্দার পাত্র); ● **স্যুঃ** (জায়ন্তে—হন); ● **ন মনয়ঃ** (ন রত্নবিশেষাঃ—মণি নয়); ● **অর্থং** (ধনং—জাগতিক ধনসম্পত্তি); ● **বিনা অপি** ● **ঈশ্বরাঃ** (ঐশ্বর্যশালিনঃ ভবন্তি—ঐশ্বর্যশালী হন)।

Scanned by CamScanner

ব্যাকরণ

◗ **বনচরৈঃ**—বনে চরন্তীতি বনচরাঃ (উপপদ-তৎপুরুষঃ) তৈঃ,বনপূর্বকাৎ চর্-ধাতোঃ চরেষ্টঃ ইতি ট-প্রত্যয়ঃ। ◗ অনুষ্টুপ্‌বৃত্তম্। ◗ **বনচরৈঃ**—ভ্রমণাৎ মূর্খসম্পর্কস্য ন্যূনতাসূচনাৎ ব্যতিরেকালঙ্কারঃ। তল্লক্ষণং কৃতং সাহিত্যদর্পণে- 'আধিক্যমুপমেয়স্য উপমানান্ন্যূনতাথবা' ইতি।

শ্লোক-১৫

অথ বিদ্বত্পদ্ধতিমারভতে

মূল

শাস্ত্রোপস্কৃতশব্দসুন্দরগিরঃ শিষ্যপ্রদেয়াগমা
বিখ্যাতাঃ কবয়ো বসন্তি বিষয়ে যস্য প্রভোর্নির্ধনাঃ।
তজ্জাড্যং বসুধাধিপস্য কবয়ো হ্যর্থং বিনাপীশ্বরাঃ
কুত্স্যা স্যুঃ কুপরীক্ষকা মণয়ো নযৈর্ঘতঃ পাতিতাঃ।।

বঙ্গলিপি

শাস্ত্রোপস্কৃতশব্দসুন্দরগিরঃ শিষ্যপ্রদেয়াগমা
বিখ্যাতাঃ কবয়ো বসন্তি বিষয়ে যস্য প্রভোর্নির্ধনাঃ।
তজ্জাড্যং বসুধাধিপস্য কবয়ো হ্যর্থং বিনাপীশ্বরাঃ
কুত্যাঃ স্যুঃ কুপরীক্ষকা মণয়ো নযৈর্ঘতঃ পাতিতাঃ।।

অন্বয় বা গদ্যরূপ পাঠ

যস্য প্রভোঃ বিষয়ে শাস্ত্রোপস্কৃতশব্দসুন্দরগিরঃ শিষ্যপ্রদেয়াগমাঃ বিখ্যাতাঃ কবয়ঃ নির্ধনাঃ বসন্তি, তৎ বসুধাধিপস্য জাড্যম্। যৈঃ মনয়ঃ অর্ঘতঃ পাতিতাঃ, তে কুপরীক্ষকাঃ কুৎস্যাঃ স্যুঃ ন মণয়ঃ। অর্থং বিনা অপি হি কবয়ঃ ঈশ্বরাঃ।

সংস্কৃত ও বাংলা শব্দার্থ

● **যস্য প্রভোঃ** (যাদৃশস্য রাজ্ঞঃ—যে রাজার); ● **বিষয়ে** (সাম্রাজ্যে—রাজ্যে); ● **শাস্ত্রোপস্কৃতশব্দসুন্দরগিরঃ** (শাস্ত্রপরিষ্কৃতশোভনবাগ্বিশিষ্টাঃ—শাস্ত্রানুসারী সুন্দরভাষণে সক্ষম); ● **শিষ্যপ্রদেয়াগমাঃ** (ছাত্রপ্রদেয়বেদাদিজ্ঞানযুক্তাঃ —শিষ্যদের প্রদানযোগ্য বেদাদিশাস্ত্রজ্ঞানবিশিষ্ট); ● **বিখ্যাতাঃ** (প্রখ্যাতাঃ —বিখ্যাত); ● **কবয়ঃ** (কাব্যরচনকুশলাঃ —কবিগণ); ● **নির্ধনাঃ** (সম্পদ্রহিতাঃ—ধনহীন অবস্থায়); ● **বসন্তি** (তিষ্ঠন্তি—বাস করেন); ● **তৎ** (তাদৃশ্যবস্থা —এই বিষয়টি); ● **বসুধাধিপস্য** (নৃপস্য—রাজার); ● **জাড্যম্** (মূর্খত্বম্—মূর্খতার পরিচায়ক); ● **যৈঃ** (যাদৃশৈঃ —যারা); ● **মনয়ঃ** (রত্নবিশেষাঃ—মণিসমূহের); ● **অর্ঘতঃ** (বাস্তমূল্যতঃ—বাস্তবমূল্য থেকে); ● **পাতিতাঃ** (স্বল্পতাং নীতাঃ—কম নির্ধারণ করেন); ● **তে** (তাদৃশাঃ —সেই); ● **কুপরীক্ষকাঃ** (অবিবেকিনঃ—কুপরীক্ষকগণ); ● **কুৎস্যাঃ** (নিন্দনীয়াঃ—নিন্দার পাত্র); ● **স্যুঃ** (জায়ন্তে—হন); ● **ন মনয়ঃ** (ন রত্নবিশেষাঃ—মণি নয়); ● **অর্থং** (ধনং—জাগতিক ধনসম্পত্তি); ● **বিনা অপি** (অন্তরেণাপি—ব্যতিরেকেও); ● **হি** (নিশ্চয়েন—নিশ্চিতভাবে); ● **কবয়ঃ** (কাব্যরচনকুশলাঃ—কবিগণ); ● **ঈশ্বরাঃ** (ঐশ্বর্যশালিনঃ ভবন্তি—ঐশ্বর্যশালী হন)।

Scanned by CamScanner

বঙ্গানুবাদ

যে রাজার রাজ্যে শাস্ত্রানুসারী সুন্দরভাষণে সক্ষম বিখ্যাত কবিগণ ধনহীন অবস্থায় বাস করেন, এই বিষয়টি রাজার মূর্খতার পরিচায়ক। যারা মণিসমূহের বাস্তবমূল্য থেকে কম নির্ধারণ করেন সেই কুপরীক্ষকগণ নিন্দার পাত্র হন মণি নয়। যেহেতু জাগতিক ধনসম্পত্তি ব্যতিরেকেও নিশ্চিতভাবে কবিগণ ঐশ্বর্যশালী হন।

সংস্কৃত টীকা

शास्त्रेण व्याकरणादिना उपस्कृता अलंङ्कृता: शब्दास्तै: सुन्दरा: गी: वाणी येषां ते। आगम: शास्त्रम् आयातौ इति विश्व:। अत एव विख्याता: कवय: पण्डिता:। विद्वांस इत्यर्थ:। धीरो मनीषी ज्ञ: प्राज्ञ: संख्यावान्पण्डित: कवि: इत्यमर:। यस्य विषये देशे निर्धना वसन्ति तस्य नृपस्य तज्जाड्यं मान्द्यं गुणग्रहणापटुत्वमित्यर्थ:। ईश्वरा: समर्था: सर्वत्र पूज्यत्वात्। यै: रत्नपरीक्षानाभिज्ञै: मणय: अर्धतो मुल्यत: पातिता:। बहुमूल्या अपि अल्पमूल्यत्वेन निर्दिष्टास्ते कुपरीक्षका:। कुतित्सता: परीक्षका: कुत्सा निन्द्या: स्यु:। न तु मणय:। शार्दुलविक्रीडितं वृत्तम्।

অধ্যাপনা

আলোচ্য শ্লোকে যে রাজ্যে বিদ্বানের সমাদর হয় না সেই রাজ্যের রাজার নিন্দা করা হয়েছে। সেই রাজাই যথার্থ রাজা যাঁর রাজ্যে বিদ্বৎপূজা হয়। কিন্তু যে রাজা বিদ্বজ্জনেদের প্রাপ্য সম্মান দেন না তিনি নিন্দার পাত্র হন। ক্রান্তদর্শী পণ্ডিতগণ জাগতিক ধনসম্পত্তি ব্যতিরেকেও ত্রিশ্চিতভাবে ঐশ্বর্যশালী হন। তাদের অন্তঃসম্পত্তি এতটাই সমৃদ্ধ যে জাগতিক ধনসম্পত্তি তাদের কাছে নগণ্য। ব্যাখ্যাকার এম. আর. কালে মহোদয় আগম শব্দের অর্থ করেছেন শাস্ত্র। তিনি এবিষয়ে বিশ্বকোষের বচন উদ্ধৃত করেছেন—'আগমঃ শাস্ত্রম্ আয়াতৌ'। কবিশব্দের অর্থ করেছেন পণ্ডিত বা জ্ঞানী। তিনি এবিষয়ে অমরকোষের বচন উদ্ধৃত করেছেন—'ধীরো মনীষী জ্ঞঃ প্রাজ্ঞঃ সংখ্যাবান্ পণ্ডিতঃ কবিঃ'। কবিগণকে 'ঈশ্বরাঃ' এই বিশেষণ দ্বারা গ্রন্থকার ভর্তৃহরি কেন ভূষিত করেছেন এই বিষয়ে ব্যাখ্যাকার এম. আর. কালে মহোদয় বলেছেন 'ঈশ্বরাঃ সমর্থাঃ সর্বত্র পূজ্যত্বাৎ' অর্থাৎ যেমন ঈশ্বর সর্বত্র পূজিত হন তেমনি পণ্ডিতগণও সর্বত্র পূজিত হন।

ছন্দঃ ও অলংকার

শার্দূলবিক্রীড়িতং বৃত্তং, তল্লক্ষণং হি 'সূর্যাশ্বৈর্মসজস্ততাঃ সগুরবঃ শর্দূলবিক্রীড়িতম্ ইতি। স্বভাবোক্তিরলঙ্কারঃ।

ব্যাকরণ

▸ **শাস্ত্রোপস্কৃতশব্দসুন্দরগিরঃ**—শাস্ত্রেণ উপস্কৃতা শাস্ত্রোপস্কৃতা (তৃতীয়া-তৎপুরুষঃ), শাস্ত্রোপস্কৃতাঃ শব্দাঃ -শাস্ত্রোপস্কৃতশব্দাঃ (কর্মধারয়ঃ), শাস্ত্রোপস্কৃতশব্দৈঃ সুন্দরা শাস্ত্রোপস্কৃতসুন্দরা (তৃতীয়া-তৎপুরুষঃ), তাদৃশী গীঃ যেষাং তে (বহুব্রীহিঃ)। ▸ **পাতিতাঃ**—পদ্ধাতোঃ ণিচি ক্তপ্রত্যয়ে পুংসি প্রথমপুরুষবহুবচনে পতিতাঃ ইতি। ▸ **কুপরীক্ষকাঃ**—কুৎসিতাঃ পরীক্ষকাঃ-কুপরীক্ষকাঃ (কর্মধারয়ঃ)।

শ্লোক-১৬

মূল

हर्तुर्याति न गोचरं किमपि शं पुष्णाति यत्सर्वदा
ह्यर्थिभ्य: प्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति वृद्धिं पराम्।
कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनं
येषां तान्प्रति मानमुज्झत नृपा: कस्तै: सह स्पर्धते॥

Scanned by CamScanner

বঙ্গলিপি

হর্তুর্যাতি ন গোচরং কিমপি শং পুষ্ণাতি যৎসর্বদা
হ্যর্থিভ্যঃ প্রতিপাদ্যমানমনিশং প্রাপ্নোতি বৃদ্ধিং পরাম্।
কল্পান্তেষ্বপি ন প্রয়াতি নিধনং বিদ্যাখ্যমন্তর্ধনং
যেষাং তান্প্রতি মানমুজ্ঝত নৃপাঃ কস্তৈঃ সহ স্পর্ধতে।।

অন্বয় বা গদ্যরূপ পাঠ

যৎ ধনং হর্তুঃ গোচরং ন যাতি, যৎ সর্বদা কিমপি শং পুষ্ণাতি, যৎ অর্থিভ্যঃ অনিশং প্রতিপাদ্যমানং পরাং বৃদ্ধিং হি প্রাপ্নোতি, যৎ কল্পান্তেষু অপি ন নিধনং প্রয়াতি, তৎ বিদ্যাখ্যম্ অন্তর্ধনং যেষাম্ তৈঃ সহ কঃ স্পর্ধতে? হে নৃপাঃ তান্ প্রতি মানমুজ্ঝত।

সংস্কৃত ও বাংলা শব্দার্থ

● **যৎ** (যাদশং—যে); ● **ধনং** (বিত্তং—সম্পদ); ● **হর্তুঃ** (অপহারকস্য—তস্করের); ● **গোচরং** (দৃক্পথং—দৃষ্টিগোচর); ● **ন যাতি** (ন গচ্ছতি—হয় না); ● **যৎ** (যাদৃশং ধনং—যে সম্পদ) ● **সর্বদা** (সততং—সবসময়); ● **কিমপি** (কিঞ্চিৎ—কিছু কিছু); ● **শং পুষ্ণাতি** (কল্যাণং সাধয়তি—কল্যাণ সাধন করে); ● **যৎ** (যাদৃশং ধনং—যে সম্পদ); ● **অর্থিভ্যঃ** (যাচকেভ্যঃ—যাচকদের দিলেও); ● **অনিশং প্রতিপাদ্যমানং** (অক্ষয়ং ন প্রাপ্য—ক্ষয় প্রাপ্ত না হয়ে); ● **পরাং বৃদ্ধিং** (মহতীং বৃদ্ধিং—অত্যন্ত বৃদ্ধি); ● **হি** (নিশ্চয়েন—নিশ্চিতভাবে); ● **প্রাপ্নোতি** (ভবতি—হয়); ● **যৎ** (যাদৃশং ধনং—যে সম্পদ); ● **কল্পান্তেষু অপি** (কল্পাবসানে অপি—কল্পের অবসানেও); ● **ন নিধনং প্রয়াতি** (বিনাশং ন প্রাপ্নোতি—ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না); ● **তৎ** (তাদৃশং—সেই); ● **বিদ্যাখ্যম্** (বিদ্যারূপম্—বিদ্যারূপ); ● **অন্তর্ধনং** (অন্তস্থিতং বিত্তং—আন্তর সম্পদ); ● **যেষাম্** (যাদৃশানাং জনানাং—যাদের আছে); ● **তৈঃ সহ** (তাদৃশৈঃ সমমং—তাদের সঙ্গে); ● **কঃ** (কঃ জনঃ—কে); ● **স্পর্ধতে** (স্পর্ধাং করোতি—স্পর্ধা করে); ● **হে নৃপাঃ** (হে রাজানঃ—হে নৃপগণ); ● **তান্ প্রতি** (তাদৃশান্ প্রতি—তাদের প্রতি); ● **মানমুজ্ঝত** (অভিমানং পরিত্যজতঃ—অভিমান ত্যাগ কর)।

বঙ্গানুবাদ

যে সম্পদ তস্করের দৃষ্টিগোচর হয় না, যে সম্পদ সর্বদা কিছু কিছু কল্যাণ সাধন করে। যে সম্পদ যাচকদের দিলেও ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়ে অত্যন্ত বৃদ্ধি নিশ্চিতভাবে প্রাপ্ত হয়, যে সম্পদকল্পের অবসানেও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, সেই বিদ্যারূপ আন্তর সম্পদ্ যাদের আছে তাদের সঙ্গে কে স্পর্ধা করে? হে নৃপগণ তাদের প্রতি অভিমান ত্যাগ করো।

সংস্কৃত টীকা

যদ্বিদ্যাখ্যমন্তর্ধনং হর্তু: চৌরস্য গোচরং ন যাতি প্রসিদ্ধধনবন্নয়নবিষয়ং ন ভবতি। যৎসর্বদা কিমপি অনির্বাচ্যং শং কল্যাণং পুষ্ণাতি তনুতে। ন ত্বিতরবদায়ে দু:খং ব্যায়ে দু:খমিতি দু:খায় ভবতি। আর্থিভ্যোঽনিশম্। ন তু কালে কালে। প্রতিপাদ্যমানং দীয়মানং পরামুৎকৃষ্টাং বৃদ্ধিং প্রাপ্নোতি। ন ত্বতিরবৎক্ষয়ম্। যৎকাল্পান্তেঽপি নিধনং নাশং ন প্রয়াতি। এতাদৃগ্ বিদ্যাধনং যেষাং তান্ প্রতি মানমহঙ্কারং ত্যজত। ক: তৈ: সহ স্পর্ধতে। ন কোঽপীত্যর্থ:। অত্রোপমানাত্প্রসিদ্ধধনাদুপমেয়স্য বিদ্যাধনস্যাধিক্যপর্তিপাদনাদ্ ব্যতিরেকালঙ্কার: বৃত্তং পূর্ববৎ।

Scanned by CamScanner

অধ্যাপনা

আলোচ্য শ্লোকে বিদ্যারূপ রত্নের প্রশংসা করা হয়েছে। অন্যান্য সমস্ত সম্পত্তি জ্ঞাতিদের ভাগ দিতে হয়। কিন্তু বিদ্যা এমন একটি সম্পদ্ যা জ্ঞাতিদের মধ্যে বণ্টন করা যায় না। চোর এই সম্পদের হরণে অসমর্থ। অন্যান্য সমস্ত সম্পদ্ দান করলে কমে যায়। বিদ্যা এমন একটি সম্পদ্ যা যাচকদের অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীদের দিলেও ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়ে অত্যন্ত বৃদ্ধি নিশ্চিতভাবে প্রাপ্ত হয়। বিদ্যা এমন একটি সম্পদ্ যা কল্পের অবসানেও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, সেই বিদ্যারূপ আন্তর সাম্পদ্ যাদের আছে তাদের সঙ্গে কে স্পর্ধা করে? অনুরূপ উক্তি পাওয়া যায় ভবভূতির গুণরত্নে—'জ্ঞাতিভির্বংট্যতে নৈব চৌরেণাপি ন নীয়তে। দানেনৈব ক্ষয়ং যাতি বিদ্যারত্নং মহাধনম্'।। (গুণরত্ন শ্লোকসংখ্যা-১১)। সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারেও বলা হয়েছে—'হর্তুর্ন গোচরং যাতি দত্তা ভবতি বিস্তৃতা। কল্পান্তেঽপি ন যা নশ্যেৎ কিমন্যদ্বিদ্যয়া সমম্।।' (সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার—৪৪/৪)। তাই বিদ্যা যাদের আছে সেই বিদ্বান্গণ প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের সম্পদ্। তাদের অবমাননা মানে রাজ্যের মহতি ক্ষতি। তাই কবি রাজাদের বিদ্বানের অবমাননা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন ।

ছন্দঃ

শার্দূলবিক্রীড়িতং বৃত্তং, তল্লক্ষণং হি 'সূর্যাশ্বৈর্মসজস্ততাঃ সগুরবঃ শর্দূলবিক্রীড়িতম্ ইতি।

ব্যাকরণ

▸ বিদ্যাখ্যম্—বিদ্যা আখ্যা যস্য তৎ (বহুব্রীহিঃ)। ▸ নৃপাঃ—নৃন্ পাতি যঃ সঃ (উপপদ তৎ তপুরুষঃ), আতোঽনুপসর্গে কঃ ইতি সূত্রেণ নৃপূর্বকাৎ পাধাতোঃ কপ্রত্যয়ঃ। ▸ অন্তর্ধনম্ অন্তস্থিতং ধনম্ (শাকপার্থিবাদিবৎমাসঃ)।

শ্লোক-১৭

মূল

অধিগতপরমার্থান্পণ্ডিতান্মাবমংস্থা-
স্তৃণমপি লঘু লক্ষ্মীর্নৈব তান্সংরুণদ্ধি।
অভিনবমদলেখাশ্যামগণ্ডস্থলানাং
ন ভবতি বিসতন্তুর্বারণং বারণানাম্।।

বঙ্গলিপি

অধিগতপরমার্থান্পণ্ডিতান্মাবমংস্থা—
স্তৃণমপি লঘু লক্ষ্মীর্নৈব তান্সংরুণদ্ধি।
অভিনবমদলেখাশ্যামগণ্ডস্থলানাং
ন ভবতি বিসতন্তুর্বারণং বারণানাম্।।

অন্বয় বা গদ্যরূপ পাঠ

অধিগতপরমার্থান্ পণ্ডিতান্ মা অবমাংস্থাঃ। লঘু তৃণমিব লক্ষ্মীঃ তান্ ন এব সংরুণদ্ধি। অভিনবমদলেখাশ্যামগণ্ডস্থলানাং বারণানাং বিসতন্তু বারণং ন ভবতি।

Scanned by CamScanner

সংস্কৃত ও বাংলা শব্দার্থ

● **অধিগতপরমার্থান্** (পারমার্থিকজ্ঞানবিশিষ্টান্—পারমার্থিক জ্ঞানবান); ● **পণ্ডিতান্** (তত্ত্বজ্ঞান্—পণ্ডিতদের); ● **মা অবমাংস্থাঃ** (ন তিরস্কুরু—অবমাননা কোরো না); ● **লঘু** (তুচ্ছং—অকিঞ্চিৎকর); ● **তৃণমিব** (ঘাসমিব (তৃণের মতো); ● **লক্ষ্মীঃ** (সম্পত্তিঃ—সম্পদ্); ● **তান্** (তাদৃশান্—তাঁদের); ● **ন এব সংরুণদ্ধি** (বশীকর্তুং ন পারয়তি—বশীভূত করতে পারে না); ● **অভিনবমদলেখাশ্যামগণ্ডস্থলানাং** (নূতনমদধরাশ্যামগণ্ডদেশান্ —সদ্যোনির্গত মদলেখায় শ্যামল গণ্ডস্থলযুক্ত); ● **বারণানাং** (গজানাং—হস্তিদের) ; ● **বিসতন্তু** (মৃণালতন্তু —মৃণালতন্তু); ● **বারণং ন ভবতি** (বন্ধনং ন স্যাৎ—বন্ধন করতে পারে না)।

বঙ্গানুবাদ

(হে নৃপ) পারমার্থিক জ্ঞানবান পণ্ডিতদের অবমাননা কোরো না। অকিঞ্চিৎকর তৃণের মতো সম্পদ্ তাঁদের বশীভূত করতে পারে না। সদ্যোনির্গত মদলেখায় শ্যামল গণ্ডস্থলযুক্ত মদমত্ত হস্তিদের মৃণালতন্তু বন্ধন করতে পরে না।

সংস্কৃত টীকা

হে নৃপ। পরশ্চাসৌ অর্থশ্চেতি পরমার্থ: তত্ত্বার্থ:। অধিগত: পরমার্থো যৈস্তান্ পণ্ডিতান্ বিদুষ: মাবমংস্থা: মাবমানয়। যত: লঘু নি:সারং তৃণমপি লক্ষ্মীস্তান্নৈব সংরুণদ্ধি। রোদ্ধুং ন শ্কনোতি। যদ্বা লঘ্বী চাসৌ লক্ষ্মীশ্চ লঘুলক্ষ্মীরিতি সমস্তং পদম্। বিজ্ঞাতমহাতত্ত্বা বিদ্বাংসো লক্ষ্মীং তৃণমিব মণয়ন্তীত্যর্থ:। অভিনবো যো মদো দানং তস্য লেখা তয়া শ্যামানি গণ্ডস্থলানি যেষাং তেষাং বারণানাং বিসন্তুর্বারণং নিরধকো ন ভবতি। মালিনী বৃত্তম্।

অধ্যাপনা

জাগতিক সম্পদমানুষের বন্ধনের কারণ হয়। তাই যাঁরা পারমার্থিক জ্ঞানবান তাদের কাছে জাগতিক সম্পদঅকিঞ্চিৎকর তৃণের মতো। যার দ্বারা অমৃতত্বলাভ হয় না পারমার্থিক জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা তা সর্বদা বর্জন করেন। বৃহদারণ্যকোপনিষদে মৈত্রেয়ী বলেছেন— 'যেনাহং নামৃতা স্যাং তেনাহং কিং কুর্যাম্। আলোচ্য শ্লোকে কবি একটি উপমা ব্যবহার করেছেন—যেমন সদ্যোনির্গত মদলেখায় শ্যামল গণ্ডস্থলযুক্ত মদমত্ত হস্তিদের মৃণালতন্তু বন্ধন করতে পারে না, তেমনি অকিঞ্চিৎকর তৃণের মতো সম্পদ পারমার্থিক জ্ঞানবান ব্যক্তিদের বশীভূত করতে পারে না। অনুরূপ উক্তি মহাজনদের চিন্তাতেও পাওয়া যায়—'He who demands respect on account of his riches might as well demand that people should respect a mountain that contains gold.'

ছন্দঃ

মালিনী বৃত্তম্ তল্লক্ষণং হি—ননমযযযুতেয়ং মালিনী ভোগিলোকৈঃ ইতি; অর্থাৎ যত্র প্রতিপাদং যথাক্রমং ন-ন-ম-য-য-গণাঃ বর্তন্তে তত্র মালিনীতি বৃত্তং ভবতি। অত্র প্রথমতঃ অষ্টমাক্ষরাৎ ততশ্চ সপ্তমাক্ষরাৎ যতি ভবতি।

ব্যাকরণ

◗ **অধিগতপরমার্থান্**—অধিগতঃ পরমার্থঃ যৈঃ, তান্ (বহুব্রীহিঃ)। ◗ সংপূর্বকাৎ বুধ্ধাতোঃ লটি প্রথমপরুষৈকবচনে। ◗ **বিসতন্তুঃ**—বিস এব তন্তুঃ (কর্মধারয়ঃ)। ◗ **অভিনবমদলেখাশ্যাম-গণ্ডস্থলানাম্**—অভিনবঃ-মদঃ অভিনবমদঃ (কর্মধারয়ঃ), অভিনবমদস্য লেখা অভিনবমদলেখা (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ), অভিনবমদলেখয়া শ্যামঃ-অভিনবমদলেখাশ্যামঃ (তৃতীয়া-তৎপুরুষঃ), অভিনবমদলেখাশ্যামঃ গণ্ডস্থলঃ যেষাং অভিনবমদলেখাশ্যামগণ্ডস্থলানাম্ (বহুব্রীহিঃ)।

Scanned by CamScanner

শ্লোক-১৮

মূল

অম্ভোজিনীবননিবাসবিলাসমেব
হংসস্য হন্তি নিতরাং কুপিতো বিধাতা।
ন ত্বস্য দুগ্ধজলভেদবিধৌ প্রসিদ্ধাং
বৈদগ্ধ্যকীর্তিমপহর্তুমসৌ সমর্থঃ।।

বঙ্গালিপি

অম্ভোজিনীবননিবাসবিলাসমেব
হংসস্য হন্তি নিতরাং কুপিতো বিধাতা।
ন ত্বস্য দুগ্ধজলভেদবিধৌ প্রসিদ্ধাং
বৈদগ্ধ্যকীর্তিমপহর্তুমসৌ সমর্থঃ।।

অন্বয় বা গদ্যরূপ পাঠ

বিধাতা নিতরাং কুপিতঃ হংসস্য অম্ভোজিনীবননিবাসবিলাসং হন্তি, তু অস্য দুগ্ধজলভেদবিধৌ প্রসিদ্ধাং বৈদগ্ধ্যকীর্তিম্ অপহর্তুম্ অসৌ ন সমর্থঃ।

সংস্কৃত ও বাংলা শব্দার্থ

বিধাতা (সৃষ্টিকর্তা—বিধাতা); **নিতরাং** (অত্যন্তম্—অত্যন্ত); **কুপিতঃ** (ক্রুদ্ধঃ—ক্রুদ্ধ হলে); **হংসস্য** (মরালস্য—হংসের); **অম্ভোজিনীবননিবাসবিলাসং** (পদ্মবননিবাসলীলা—পদ্মবনে নিবাসলীলা); **হন্তি** (বারয়তি—প্রতিরোধ করতে পারেন); **তু** (পরং—কিন্তু); **অস্য** (হংসস্য—হংসের); **দুগ্ধজলভেদবিধৌ** (পয়োবারিভেদকর্মণি—দুগ্ধ থেকে জল পৃথক্করণরূপ); **প্রসিদ্ধাং বৈদগ্ধ্যকীর্তিম্** (বিখ্যাতাং নৈপুণ্যং —অতিপ্রসিদ্ধ জগৎপ্রসিদ্ধ কীর্তি); **অপহর্তুম্** (চোরয়িতুং—অপহরণ করতে); **অসৌ** (সৃষ্টিকর্তা—বিধাতা); **ন সমর্থঃ** (অসমর্থঃ—সমর্থ নন)।

বঙ্গানুবাদ

বিধাতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলে হংসের পদ্মবনে নিবাসলীলা প্রতিরোধ করতে পারেন। কিন্তু হংসের দুগ্ধ থেকে জল পৃথক্করণরূপ অতিপ্রসিদ্ধ জগৎপ্রসিদ্ধ কীর্তি অপহরণ করতে বিধাতাও সমর্থ নন।

সংস্কৃত টীকা

নিতরামত্যন্তং কুপিতো বিধাতা হংসস্য। অম্ভোজনীতাং বনমম্ভোজিনীবনং তত্র নিবাস এব বিলাসস্তমপহন্তি। ন ত্বসৌ অস্য হংসস্য দুগ্ধং চ জলং চ দুগ্ধজলে তয়োর্ভেদবিধৌ ভেদবিষয়ে প্রসিদ্ধাম্। বৈদগ্ধ্যেন জনিতা কীর্তিঃ বৈদগ্ধ্যকীর্তিস্তামপহর্তুং সমর্থঃ। এবং কুপিতো রাজা বিদুষঃ স্ববিষয়াদ্বিবাসয়েত্কেবলং ন তু তেষামনেকবিদ্যাপরিশীলনোত্পন্নচাতুরীকীর্তিহরণে প্রভবেদিতি ভাবঃ। বসন্ততিলকা ছন্দঃ।

Scanned by CamScanner

অধ্যাপনা

আলোচ্য শ্লোকে কবি ভর্তৃহরি তাঁর শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় রেখেছেন। হংসের উপমা প্রদত্ত হয়েছে। শাস্ত্রসমূহে হংস জ্ঞানের প্রতীকরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। বাগ্দেবী সরস্বতীর বাহনও হংস। বস্তুত এখানে রাজহংসের কথাই বলা হয়েছে। রাজহংসের অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। দুধের মধ্যে জল মিশিয়ে দিলে দুধকেই গ্রহণ করে জলকে পরিত্যাগ করে। জগতে শ্রেয় প্রেয় মিশে আছে। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ শ্রেয়কেই গ্রহণ করে, প্রেয়কে বর্জন করে। ভামিনীবিলাসে বলা হয়েছে—

নীরক্ষীরবিবেকে হংসালস্যং ত্বমেব তনুষে চেৎ।
বিশ্বস্মিন্নধুনাঽন্যঃ কুলব্রতং পালয়িষ্যতি কঃ।।

ছন্দঃ

বসন্ততিলকং বৃত্তম্, তল্লক্ষণং হি—'জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজা জগৌ গঃ' ইতি।

ব্যাকরণ

▸ **বৈদগ্ধ্যকীর্তিম্**—বিদগ্ধস্য ভাবঃ বৈদগ্ধ্যং (বিদগ্ধ + ষ্যঞ্) বৈদগ্ধ্যজনিতা কীর্তিঃ (শাকপার্থিবাদিবত্‌সমাসঃ) তাং বৈদগ্ধ্যকীর্তিম্। ▸ **অপপূর্বকাৎ**—হৃধাতোঃ তুমুনি অপহর্তুম্।

শ্লোক-১৯

মূল

केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला
न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा:।
वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते
क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्।।

বঙ্গালিপি

কেয়ূরা ন বিভূষয়ন্তি পুরুষং হারা ন চন্দ্রোজ্জ্বলা
ন স্নানং ন বিলেপনং ন কুসুমং নালংকৃতা মূর্ধজাঃ।
বাণ্যেকা সমলংকরোতি পুরুষং যা সংস্কৃতা ধার্যতে
ক্ষীয়ন্তে খলু ভূষণানি সততং বাগ্ভূষণং ভূষণম্।।

অন্বয় বা গদ্যরূপ পাঠ

কেয়ূরাঃ ন, চন্দ্রোজ্জ্বলাঃ হারাঃ ন, স্নানং ন, বিলেপনং ন, কুসুমং ন, অলঙ্কৃতাঃ মূর্ধজাঃ পুরুষং ন বিভূষয়ন্তি। একা সংস্কৃতা বাণী ধার্যতে, যা পুরুষং সমলঙ্করোতি। ভূষণানি খলু ক্ষীয়ন্তে। বাগ্ভূষণং সততং ভূষণম্।

সংস্কৃত ও বাংলা শব্দার্থ

● **কেয়ূরাঃ** (বাহুভূষণানি—বাহুর অলঙ্কারসমূহ); ● **ন** (নয়); ● **চন্দ্রোজ্জ্বলাঃ** (ইন্দুনির্মলাঃ—চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল); ● **হারাঃ** (গলালঙ্কারাঃ—গলার হার); ● **ন** (নয়); ● **স্নানং** (অবগাহনং—জলস্নান); ● **ন** (নয়);

● বিলেপনং (চন্দনাদিলেপনং—শরীরে চন্দনাদির অনুলেপন); ● ন (নয়); ● কুসুমং (পুষ্পং—সুগন্ধি); ● ন (নয়); ● অলঙ্কৃতাঃ (সজ্জিতাঃ—অলঙ্কার বিভূষিত); ● মূর্ধজাঃ (কেশাঃ—কেশরাজি); ● পুরুষং (মানবং —মানবকে); ● ন বিভূষয়ন্তি (নালঙ্করোন্তি—অলঙ্কৃত করে না); ● একা (কেবলং—একমাত্র); ● সংস্কৃতা (শাস্ত্রজ্ঞানপরিশুদ্ধা —শাস্ত্রজ্ঞানপরিশুদ্ধ); ● বাণী (বাক্—বাক্য); ● ধার্যতে (পাল্যতে—ধারণ করলে); ● যা (যাদৃশী—সেই বাণী); ● পুরুষং (মানবং—মানবকে); ● সমলঙ্করোতি (ভূষয়তি—সম্যগ্ভাবে ভূষিত করে); ● ভূষণানি (অলঙ্কারাঃ—অলঙ্কারসমূহ); ● খলু (নিশ্চয়েন—নিশ্চিতভাবে); ● ক্ষীয়ন্তে (নশ্যন্তি—ক্ষয়প্রাপ্ত হয়); ● বাগ্ভূষণং (বাণীভূষণং—বাক্যরূপ ভূষণ); ● সততং ভূষণম্ (সদৈব ভূষণম্—চিরস্থায়ী ভূষণ)।

বঙ্গানুবাদ

বাহুর অলঙ্কারসমূহ নয়, চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল গলার হার নয়, জলস্নান নয়, শরীরে চন্দনাদির অনুলেপন নয়, সুগন্ধি নয়, অলঙ্কার বিভূষিত কেশরাজি মানবকে অলঙ্কৃত করে না। একমাত্র শাস্ত্রজ্ঞানপরিশুদ্ধ বাক্য ধারণ করলে, সেই বাণী মানবকে সম্যগ্ভাবে ভূষিত করে। অলঙ্কারসমূহ নিশ্চিতভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। বাক্যরূপ ভূষণ চিরস্থায়ী ভূষণ।

সংস্কৃত টীকা

के बाहुशिखरे यौतीति केयूरः। केयुरा अङ्गदाः पुरुषं न विभूषयन्ति चन्द्रवहुज्ज्वला हाराः मुक्ताहारा अपि न। संस्कृता व्याकरणशुद्ध्याद्यलंकृता। क्षीयन्ते कालगत्या नश्यन्ति। सततं नित्यमनपायि इत्यर्थः। शार्दुलविक्रीडितं वृत्तम्।

অধ্যাপনা

আলোচ্য শ্লোকে বাহ্যিক অলঙ্কার থেকে বাগ্ভূষণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হয়েছে। বাহুর অলঙ্কারসমূহ, চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল গলার হার, জলস্নান, শরীরে চন্দনাদির অনুলেপন, সুগন্ধি, অলঙ্কার বিভূষিত কেশরাজি মানবকে অলঙ্কৃত করে না। একমাত্র শাস্ত্রজ্ঞানপরিশুদ্ধ বাক্য ধারণ করলে, সেই বাণী মানবকে সম্যগ্ভাবে ভূষিত করে। বাহ্যিক অলঙ্কারসমূহ নিশ্চিতভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। বাক্যরূপ ভূষণ চিরস্থায়ী ভূষণ। আচার্য চাণক্য বলেছেন—

नक्षत्रभूषणं चन्द्रो नारीणां भूषणं पतिः।
पृथिवीभूषणं राजा विद्या सर्वस्य भूषणम्॥
(চাণক্যশতকম্-৮)

भूषण नरके हैं नहीं, वर हारादि अनेक।
सबसे उत्तम जानियो, वाणीभूषण एक।। (रसिक कवि)

ছন্দঃ

শার্দূলবিক্রীড়িতং বৃত্তং, তল্লক্ষণং হি 'সূর্যাশ্বৈর্মসজস্ততাঃ সগুরবঃ শার্দূলবিক্রীড়িতম্ ইতি।

ব্যাকরণ

▶ চন্দ্রোজ্জ্বলাঃ—চন্দ্রঃ ইব উজ্জ্বলঃ (কর্মধারয়ঃ) তে। ▶ মূর্ধণি জায়ন্তে যে (উপপদ-তৎপুরুষঃ), 'সপ্তম্যাং জনের্ডঃ' ইতি নিয়মেন মূর্ধনূর্বকাৎ জন্ধাতোঃ ড প্রত্যয়েন প্রথায়ায়াঃ বহুবচনে মূর্ধজাঃ ইতি ভবতি।

Scanned by CamScanner

শ্লোক-২০

মূল

বিদ্যা নাম নরস্য রূপমধিকং প্রচ্ছন্নগুপ্তং ধনং
বিদ্যা ভোগকরী যশ:সুখকরী বিদ্যা গুরুণাং গুরু:।
বিদ্যা বন্ধুজনো বিদেশগমনে বিদ্যা পরা দেবতা
বিদ্যা রাজসু পূজিতা ন তু ধনং বিদ্যাবিহীন: পশু:।।

বঙ্গলিপি

বিদ্যা নাম নরস্য রূপমধিকং প্রচ্ছন্নগুপ্তং ধনং
বিদ্যা ভোগকরী যশঃসুখকরী বিদ্যা গুরূণাং গুরুঃ।
বিদ্যা বন্ধুজনো বিদেশগমনে বিদ্যা পরা দেবতা
বিদ্যা রাজসু পূজিতা ন তু ধনং বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ।।

অন্বয় বা গদ্যরূপ পাঠ

বিদ্যা নাম নরস্য অধিকং রূপম্, প্রচ্ছন্নগুপ্তং ধনম্, বিদ্যা ভোগকরী, যশঃসুখকরী, বিদ্যা গুরূণাং গুরুঃ, বিদ্যা বিদেশগমনে বন্ধুজনঃ, বিদ্যা পরং দৈবতম্, বিদ্যা রাজসু পূজিতা, ধনং ন তু। বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ।

সংস্কৃত ও বাংলা শব্দার্থ

● **বিদ্যা নাম** (বিদ্যাখ্যং বস্তু—বিদ্যা নামক বস্তু); ● **নরস্য** (মানবস্য—মানবের); ● **অধিকং** (শ্রেষ্ঠং—শ্রেষ্ঠ); ● **রূপম্** (সৌন্দর্যং—সৌন্দর্য); ● **প্রচ্ছন্নগুপ্তং** (অন্তর্স্থিতং—অন্তর্স্থিত); ● **ধনম্** (বিত্তং—সম্পদ্); ● **বিদ্যা** (বিদ্যাখ্যং বস্তু—বিদ্যা); ● **ভোগকরী** (ভোগজনকং—ভোগের উৎস); ● **যশঃসুখকরী** (খ্যাত্যানন্দজনকং—যশঃ ও সুখের কারণ); ● **বিদ্যা** (বিদ্যাখ্যং বস্তু—বিদ্যা); ● **গুরূণাং** (পূজনীয়ানাম্—পূজনীয়দের); ● **গুরুঃ** (পূজ্যঃ —পূজ্য); ● **বিদ্যা** (বিদ্যাখ্যং বস্তু—বিদ্যা); ● **বিদেশগমনে** (বহির্দেশভ্রমণে—বিদেশে গমনকালে); ● **বন্ধুজনঃ** (মিত্রম্—মিত্রের মতো); ● **বিদ্যা** (বিদ্যাখ্যং বস্তু —বিদ্যা); ● **পরং** (শ্রেষ্ঠং—শ্রেষ্ঠ); ● **দৈবতম্** (দেবঃ—দেবতা); ● **বিদ্যা** (বিদ্যাখ্যং বস্তু—বিদ্যা); ● **রাজসু** (নৃপেষু—রাজামণ্ডলীর মধ্যেও); ● **পূজিতা** (মানার্হা —পূজিত হয়); ● **ধনং** (বিত্তং—বিত্ত); ● **ন তু** (ন পুজ্যতে—কিন্তু পূজিত হয় না); ● **বিদ্যাবিহীনঃ** (বিদ্যারহিতঃ —বিদ্যাহীন মানব); ● **পশুঃ** (পাশবগুণবিশিষ্ট ইব—পশুতুল্য)।

বঙ্গানুবাদ

বিদ্যা নামক বস্তু মানবের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য, অন্তস্থিত সম্পদ্, বিদ্যা ভোগের উৎস, যশঃ ও সুখের কারণ, বিদ্যা পূজনীয়দের পূজ্য, বিদ্যা বিদেশে গমনকালে মিত্রের মতো, বিদ্যা শ্রেষ্ঠ দেবতা, বিদ্যা রাজামণ্ডলীর মধ্যেও পূজিত হয়, বিত্ত কিন্তু পূজিত হয় না। বিদ্যাহীন মানব পশুতুল্য।

সংস্কৃত টীকা

রূপং স্বাভাবিকমাকারসৌষ্ঠম্ তদুক্তং ভাবপ্রকাশে-অবেধ্যারোপ্যবিক্ষেপ্যবন্ধনীয়ৈরভূষিতম্। যদ্ভূষিতমিবাভাতি তদ্রূপমিতি কথ্যতে।। ইতি। বিদ্যা নাম। নাম প্রাকাশ্যে অভ্যুপগমে বা। অধিকং শ্রেষ্ঠম্। উক্তলক্ষণাদধিকং লোকরঞ্জকত্বাত্। প্রচ্ছন্নং যথা তথা গুপ্তং রক্ষিতং ধনম্। ভোগান্করোতীতি ভোগকরী। যশশ্চ

Scanned by CamScanner

সুখञ्च यशःसुखे ते करोतीति। उभयत्र कृञो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु (पा-३.२.२.) इति टः टित्वान्ङीप् च। गुरुणामुपदेष्टृणामपि उपदेष्टृत्वाद्गुरुः यद्वा श्रेष्ठानामपि श्रेष्ठा। यद्वा गृणाति हितमुपदिशतीति व्युत्पत्त्या गुरुर्हिततमा। अत्र विद्याया रूपधनाद्याकारेण बहुधा निरूपणान्मालारुपकमलंकारः। वृत्तं पूर्वोक्तम्।

অধ্যাপনা

আলোচ্য শ্লোকে বিদ্যারূপ সম্পদের প্রশংসা করা হয়েছে। বিদ্যাবিহীন মানুষ পশুতুল্য। বস্তুত বিদ্যা মানুষের বিবেক জাগ্রত করে। ফলে মানুষ ভালোমন্দের বিচার করতে পারে। তাই বিচার করে দেখা যায় বিদ্যা নামক বস্তু মানবের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য, অন্তস্থিত সম্পদ। ভালোমন্দের বিচার করতে সক্ষম মানুষই যথার্থভাবে ভোগ করতে সমর্থ। বিদ্যা মানবের মধ্যে সেই সৌন্দর্য এনে দেয় যার ফলে সে শ্রদ্ধাস্পদ হয়। বিদ্বান ব্যক্তি অনেক ভাষা জানার ফলে বা কোনো বিশেষ প্রসিদ্ধ ভাষা জেনে বিদেশে অসুবিধায় পড়ে না । তাই বলা হয়েছে বিদ্যা বিদেশে গমনকালে মিত্রের মতো। বিদ্যাহীন মানব পশুতুল্য। অন্যত্র বলা হয়েছে—"Without education man is but a splendid slave- a reasoning slave- vacillating between the dignity of an intelligence derived from God and the degradation of passions participated in by brutes"(S.Coleridge)

আরও বলা হয়েছে—

विहितावहितविचारशून्यबुद्धेः श्रुतिविषयैर्विधिभिर्बहिष्कृतस्य।
उदरभरणमात्रकेवलेच्छाः पुरुषपशोश्च पशोश्च को विशेषः।।

ছন্দঃ ও অলংকার

শার্দূলবিক্রীড়িতং বৃত্তং, তল্লক্ষণং হি 'সূর্যাশ্বৈর্মসজস্ততাঃ সগুরবঃ শার্দূলবিক্রীড়িতম্' ইতি। রূপকমলঙ্কারশ্চাত্র ভবতি।

ব্যাকরণ

- **ভোগকরী**—ভোগং কারয়তি যা সা (বহুব্রীহিঃ), ভোগপূর্বকাৎ কৃধাতোঃ টপ্রত্যয়স্তথা স্ত্রিয়াং ঙীপ্প্রত্যয়ঃ।
- **যশঃসুখকরী**— যশশ্চ সুখঞ্চ যশঃসুখে (দ্বন্দ্ব সমাসঃ) যশঃসুখে করোতি যা সা (উপপদ-তৎপুরুষঃ), যশঃসুখপূর্বকাৎ কৃধাতোঃ 'কৃঞো হেতুতাচ্ছীল্যানুলোম্যেষু' ইতি সূত্রেণ ট প্রত্যয়ঃ ততঃ স্ত্রিয়াং ঙীপ্প্রত্যয়ঃ।
- **বিদেশগমনে**—বিশিষ্টঃ দেশঃ বিদেশঃ (প্রাদি-তৎপুরুষঃ), বিদেশে গমনম্ তস্মিন্ বিদেশগমনে (সপ্তমী-তৎপুরুষঃ)।

অনুশীলনী

ক। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১ किं नाम शतककाव्यम्? (শতককাব্য কাকে বলে?)

যत्र प्रायः शतसंख्यकाः श्लोकाः सन्ति तस्य काव्यस्य शतककाव्यमिति संज्ञा। (যে কাব্যে প্রায় একশত শ্লোক থাকে তাকে শতককাব্য বলে।)

২ नीतिशतकस्य रचयिता कः? (নীতিশতকের রচয়িতা কে?)

कविः भर्तृहरिः नीतिशतकस्य रचयिता। (কবি ভর্তৃহরি নীতিশতকের রচয়িতা।)

৩ कस्य स्तुतिरस्ति नीतिशतकस्य मङ्गलश्लोके? (নীতিশতকের মঙ্গল শ্লোকে কার স্তুতি আছে?)

नीतिशतकस्य मङ्गलश्लोके शान्ताय तेजसे नमः निवेदितः। (নীতিশতকের মঙ্গলশ্লোকে শান্ত তেজকে নমস্কার নিবেদন করা হয়েছে।)

Scanned by CamScanner

৪ **ক: অনায়াসমারাধ্যতে? (কাকে সহজে তুষ্ট করা যায়?)**

অজ্ঞ: অনায়াসমারাধ্যতে। (মূর্খকে সহজে তুষ্ট করা যায়।)

৫ **ক: সুখতরেণ আরাধ্যতে? (কার তুষ্টিবিধান সুখতর?)**

বিশেষজ্ঞ: সুখতরেণ আরাধ্যতে। (বিশেষজ্ঞের তুষ্টিবিধান সুখতর।)

খ। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা

১ **অজ্ঞঃ সুখমারাধ্যঃ সুখতরমারাধ্যতে বিশেষজ্ঞঃ।**
জ্ঞানলবদুর্বিদগ্ধং ব্রহ্মাপি নরং ন রঞ্জয়তি।। ৩।।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা ঃ আচার্যেণ ভর্তৃহরিণা বিরচিতে নীতিশতকমিতি গ্রন্থে বর্ততেয়ং শ্লোকঃ। অল্পজ্ঞানাং জনানাং প্রসন্নতাবিধানং হি অসম্ভবমিতি সূচয়ন্নাহ ভর্তৃহরিঃ অজ্ঞ ইতি।

অজ্ঞঃ হিতাহিতবিবেকশূন্যঃ সুখম্ আরাধ্যঃ অনায়াসেন পরিতর্পণীয়ঃ, বিশেষজ্ঞঃ যুক্তাযুক্তজ্ঞানবান্ সুখতরং স্বল্পতরেণায়াসেন আরাধ্যতে পরিতৃপ্যতে। জ্ঞানলবদুর্বিদগ্ধং জ্ঞানলেশপণ্ডিতং নরং জনং সৃষ্টিকর্তা অপি ন রঞ্জয়তি প্রসাদয়িতুমসমর্থঃ ইতি সান্বয়প্রতিপদার্থাঃ।

হিতাহিতবিবেকশূন্যঃ জনঃ অল্পজ্ঞাত্বাৎ অনায়াসেন পরিতৃপ্তিং গচ্ছতি। বস্তুতঃ অনায়াসেন অন্যস্য বশমায়াতি স্বকীয়বুদ্ধিদোষাৎ। যুক্তাযুক্তজ্ঞানবান্ বিশেষজ্ঞঃ স্বল্পতরেণায়াসেন যুক্তিপূর্ণেন বাক্যেন পরিতৃপ্যতে। কিন্তু জ্ঞানলেশপণ্ডিতঃ কিং শ্রেয়স্করং কিম্বা অশ্রেয়স্করং তদ্বিষয়ে নাস্তি যস্য সম্যক্ জ্ঞানং সৃষ্টিকর্তা অপি তং প্রসাদয়িতুমসমর্থঃ।

অত্র আর্যা বৃত্তম্। যত্র প্রথমে তথা তৃতীয়ে পাদে দ্বাদশমাত্রাঃ তথা দ্বিতীয়ে তথা চতুর্থে অষ্টাদশমাত্রাঃ অতঃ আর্যা ভবতি ।

অজ্ঞঃ সুখমারাধ্যঃ সুখতরমারাধ্যতে বিশেষজ্ঞঃ।
জ্ঞানলবদুর্বিদগ্ধং ব্রহ্মাপি নরং ন রঞ্জয়তি ।। ৩।।

বাংলা ব্যাখ্যা ঃ ভর্তৃহরিবিরচিত নীতিশতকে আলোচ্য শ্লোকটি উপন্যস্ত হয়েছে।

মূর্খব্যক্তিকে প্রজাপতি ব্রহ্মাও সন্তুষ্ট করতে পারে না সেই বিষয়ে গ্রন্থকার বলেছেন—অজ্ঞঃ ইত্যাদি।

অজ্ঞঃ—হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অজ্ঞপুরুষকে; সুখমারাধ্যঃ—পরিতৃপ্ত করা খুবই সহজ; বিশেষজ্ঞ—যুক্তাযুক্তবিষয়ে জ্ঞানবান মনুষ্যকে; সুখতরম—অল্পপ্রয়াসে; আরাধ্যতে—সন্তুষ্ট করা সুগমতর কার্য; জ্ঞানলবদুর্বিদগ্ধং—জ্ঞানের লেশমাত্রের দ্বারা পণ্ডিত; নরং—মনুষ্যকে; ব্রহ্মাপি—ব্রহ্মাও; নরং ন রঞ্জয়তি—প্রসন্ন করতে অসমর্থ।

আলোচ্য শ্লোকে তিনপ্রকার মানুষের কথা বলা হয়েছে—

(১) অজ্ঞ ঃ যিনি হিত ও অহিত জ্ঞানশূন্য। এইরকম ব্যক্তিকে বোঝা সহজ ।

(২) বিশেষজ্ঞ ঃ যিনি শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ সম্পর্কে বিচার করতে সমর্থ। এইরকম ব্যক্তিকে বোঝা সহজতর।

(৩) অল্পজ্ঞ ঃ জ্ঞানের লেশমাত্র লাভ করে নিজেকে যিনি সর্বজ্ঞ মনে করেন এবং এর ফলে তার চিত্ত সর্বদা অহঙ্কারের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। এইরকম ব্যক্তিকে বোঝা ব্রহ্মার পক্ষেও অসম্ভব। অন্যত্রও পাওয়া যায়—

"Little learning is a dangerous thing—
Drink deep- or taste not the Pierian spring—
There shallow draughts intoxicate the brain"

Pope's Essay on Criticism Part II

আলোচ্যশ্লোকে আর্যা ছন্দঃ হয়েছে ।

Scanned by CamScanner

Semster - III

SANLCOR01T, Modern Indian Language : Nitishatakam (1-20 verses)

Santra publication থেকে 'সংস্কৃতম্' গ্রন্থ থেকে 'নীতিশতক' গ্রন্থের শ্লোক ও তথ্যগুলি ছাত্রছাত্রীদের পঠনের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয়েছে ॥ এর জন্য আমি লেখকের কাছে ও পাবলিশার্স-এর নিকটে কৃতজ্ঞ।

Smt. Sheuli Dass
Department of Sanskrit
D.B.M